আইডিএল

একটি বিপ্লবী চেতনা

মুহাম্মাদ নূর হুসাইন

দীয়া প্রকাশনী — ঢাকা

www.pathagar.com

আইডিএল

একটি বিপ্লবী চেতনা

মুহাম্মাদ নূর হুসাইন শওকত

দীপ্ত প্রকাশনী, ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায় ঃ
মোস্তফা রশিদুল হাসান
দীপ্তা প্রাকশনী
১৩, কারকুন বাড়ী লেন,
ঢাকা—১।

প্রথম প্রকাশ ঃ
মার্চ, ১৯৮০।

মুদ্রণে ঃ
অরিয়েন্টাল প্রেস,
১৩, কারকুন বাড়ী লেন,
ঢাকা—১।

বিনিময় ঃ দুই টাকা মাত্র।

IDL Ekti Biplobi Chetona
by
Muhammad Nur Hussain Shaukat
Price : Taka two only.

www.pathagar.com

লেখকের কথা

গত বছর (১৯৭৯) সেপটেম্বরের মাঝামাঝি "জামায়াতে ইসলামী ও আইডিএল" নামে একখানি পুস্তিকা আমার হস্তগত হয়। পুস্তিকাটির প্রায় সবটাই ছিল সত্যের অপলাপ—উদ্দেশ্য ছিল আইডিএল এর বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়ানো। ঢাকা মহানগরী আইডিএল-এর পাবলিসিটি সেক্রেটারী হিসেবে আমি অনুভব করলাম যে, পুস্তিকাটির মাধ্যমে ছড়ানো বিভ্রান্তির অপনোদন আবশ্যক। এ অবস্থায় ঐ সময় ঢাকায় অবস্থিত আইডিএল নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ করায় তাঁরাও আমার সাথে একমত হন। কিন্তু ঐ সময়ে বই-এর জবাবে আরেকটা বই লিখে ছেপে বিলি করার মত সময় এবং সামর্থ্য কোনটাই আমাদের ছিলনা। অগত্যা জাহানে নও-এর আশ্রয় নিতে হয়। ২৩ ও ৩০শে সেপটেম্বর এবং ৭ই অক্টোবর—এই তিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় আমার লেখা "আইডিএল বনাম সদ্যগঠিত জামায়াতে ইসলামী"। এর ফলে একদিকে অনেকে বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা পান, অন্যদিকে কেউ কেউ চরমভাবে ক্রুদ্ধ হন। যা-ই হোক, প্রকাশের পর পরই প্রবন্ধটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশের জন্য অনেকে অনুরোধ করেন। বিশেষ করে জাহানে নও-এর উক্ত তিন সংখ্যার মধ্যে শেষের দু'টি সংখ্যা থেকে অনেক পাঠক পাঠিকা বঞ্চিত হয়েছেন—কোথাও কোথাও এরূপ ঘটেছে যে, এক ব্যক্তি এসে একজন এজেন্টের সবগুলো কপি কিনে নিয়ে পাঠকদের বঞ্চিত করেছে; তাঁদের পক্ষ থেকেই বেশী অনুরোধ এসেছে।

সঠিক বিবেচনায় শেষ পর্যন্ত লেখাটি পুস্তকাকারে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তবে কেবলমাত্র বিভ্রান্তি অপনোদনের উদ্দেশ্যেই নয়, মুখ্যতঃ আইডিএল-এর তথা বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরার উদ্দেশ্যে। অবশ্য পূর্বে প্রকাশিত প্রবন্ধটি পরিমার্জিত করে পরিশিষ্ট আকারে শেষ দিকে সংযোজিত হয়েছে "আইডিএল বনাম নবগঠিত জামায়াতে ইসলামী" নামে।

এ পুস্তক লেখা এবং প্রকাশ সম্ভব হয়েছে বলে আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি এবং এর প্রকাশের উদ্যোগ নেয়ার জন্য প্রকাশক ভাই মোস্তফা রশিদুল হাসানের প্রতি জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা এবং যাঁরা এই পুস্তক লেখা ও প্রকাশের ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। সব শেষে, মানুষের কোন কাজই শতকরা একশ' ভাগ ত্রুটিহীন হওয়া সম্ভব নয়, বিধায় কোন ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে তা প্রকাশকের ঠিকানায় জানালে কৃতজ্ঞ হব এবং পরবর্তী সংস্করণে শুধরে নেয়ার চেষ্টা করব।

মুহাম্মাদ নূর হুসাইন শওকত

ঢাকা, ১১ই মার্চ, ১৯৮০।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আইডিএল ঃ একটি বিপ্লবী চেতনা

এটা সর্বজনবিদিত সত্য যে, বাংলাদেশ ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (আইডিএল) এদেশের তওহীদী জনতার আশা-আকাঙ্খার বাস্তব রূপায়ন তথা বাংলাদেশে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এমন এক মুহূর্তে জন্ম নিয়েছে, যখন দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির মধ্যে ইসলামী আন্দোলন করার মত কোন সংগঠনের অস্তিত্ব ছিলনা। আইডিএল-এর জন্ম-মুহূর্তে এদেশে ইসলামের দাওয়াত, প্রচার, নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকসমূহের একটি বা একাধিক দিককে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বহু সংগঠন কাজ করে যাচ্ছিল— যেমন এখনও করে যাচ্ছে। কিন্তু এইসব দিকের সাথে সাথে ইসলামের রাষ্ট্রীয়, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিধানসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংগ্রামরত কোন পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সংগঠন এদেশে ছিলনা। অবশ্য সেই সাথে এটাও সত্য যে, এর কোন আইনসিদ্ধ সুযোগও ছিলনা।

স্বাধীনতা পরবর্তী ক্ষমতাসীন সরকার সাবেক পূর্ব পাকিস্তান আমলের ইসলামী ও মুসলিম রাজনৈতিক দলসমূহকে বেআইনী ঘোষণা করেছিল এবং এদেশে ইসলামের রাষ্ট্রীয়, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিধান প্রতিষ্ঠার কর্মসূচীর ভিত্তিতে সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা শাসনতান্ত্রিক ভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। এ কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরবর্তী সাড়ে চার বছরে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে কোন ইসলামী তৎপরতা ছিলনা। তবে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান আমলের ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীগণ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে দেশের জনমনে ইসলামী চেতনা প্রবলতর করার চেষ্টা করে এসেছেন। ফলে দেশের জনমনে প্রতিটি মুহূর্তেই পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন ও এজন্য একটি গতিশীল ইসলামী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল, কিন্তু শাসনতন্ত্রে বাধা সৃষ্টি করে রাখায় তা সম্ভব হচ্ছিল না। অধিকন্তু সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামের আন্দোলনমুখী কর্মসূচীর এক বা একাধিক দিক অথবা পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী নিয়ে যাঁরা ভিন্ন ভিন্ন প্লাটফর্মে কাজ করেছেন, তাঁদের প্রায় সবাইই— জেলে থাকাকালে ও পরে কর্মক্ষেত্রে—এই মর্মে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছিলেন যে, বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন এবং তদুদ্দেশ্যে দল

www.pathagar.com

গঠনের সুযোগ পেলে 'অতীতের পরিচিতি ভুলে গিয়ে' 'সকল বিভেদ বিসর্জন দিয়ে' তাঁরা 'একটি মাত্র প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ হয়ে' কাজ করবেন। তখন তাঁদের সকলের মুখেই একটি কথা বার বার শোনা যেত: "ব্যাও পার্টিজ আর ওয়ান পার্টি।"

এরই ভিত্তিতে ১৯৭৬ সালে পিপিআর-এর অধীনে রাজনৈতিক দল গঠনের সুযোগ পেয়ে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান আমলের সবগুলো ইসলামী ও মুসলিম দলের নেতা-কর্মীগণ তাঁদের এ স্বতঃস্ফূর্ত ওয়াদা পূরণে উদ্যোগী হলেন এবং দেশের তওহীদী জনতার আশা-আকাঙ্খার অনুকূলে সাবেক জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম পার্টি, পিডিপি, বিডিপি, খেলাফতে রব্বানী, আইডিপি ও ইমারত পার্টির নেতা-কর্মীগণ একত্রিত হয়ে বাংলাদেশ ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (আইডিএল) গঠন করলেন।

পরে আইডিএল-এর কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির চেয়ারম্যান মওলানা সিদ্দিক আহমদ এবং সেক্রেটারী জেনারেল এ্যাডভোকেট শফিকুর রহমান গঠনতন্ত্র অনুযায়ী দলের কাউন্সিল অধিবেশন ডাকতে অস্বীকার করেন এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে রিকুইজিশন কাউন্সিল ডাকা হলে তাতেও যোগদান না করে কতিপয় সহযোগীসহ আইডিএল থেকে বহিস্কৃত হন। কিন্তু বাকী সকলেই জাতির কাছে প্রদত্ত ওয়াদা পূরণের জন্য অতীতের পরিচিতি ভুলে গিয়ে আইডিএল-এর প্লাটফর্মে থেকে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন এবং বিভিন্ন রকমের প্রতিবন্ধকতা-প্রতিকূলতা ও সীমিত শক্তি-সামর্থ সত্বেও ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার ওয়াদা ও কর্মসূচী নিয়ে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়ে জাতীয় পার্লামেণ্টে ছয়জন সদস্য পাঠাতে এবং আইডিএলকে পার্লামেণ্টে পঞ্চম বৃহত দলরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। তখন থেকে আইডিএল কেবলমাত্র রাজনৈতিক ময়দানেই নয়, বরং পার্লামেণ্টের ভিতরেও জাতির কাছে প্রদত্ত ওয়াদা পূরণের লক্ষ্যে জনগণের দাবী-দাওয়া আদায়ে প্রাণপণ সংগ্রাম করে যাচ্ছে।

গৌরবময় উত্তরাধিকার

বাংলাদেশ ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (আইডিএল)-এর জন্ম ১৯৭৬ সালের ২৪শে আগষ্ট। সে হিসেবে আইডিএল একটি নবীন সংগঠন।

www.pathagar.com

কিন্তু তাই বলে আইডিএল কোন ভূঁইফোঁড় সংগঠন নয়, বা নয় বিশেষ কোন ইস্যুকে কেন্দ্র করে বা ভাবাবেগ চালিত হয়ে হঠাৎ গড়ে ওঠা সংগঠন। বরং আইডিএল-এর রয়েছে এক গৌরবময় ঐতিহ্য ও ইতিহাস। বস্তুতঃ আইডিএলকে একটি সংগঠনমাত্র মনে করা হলে এর ইতিহাস স্বল্পকালেরই বটে। কিন্তু আইডিএল একটি সংগঠনমাত্র নয়; আইডিএল একটি চেতনার বহিঃপ্রকাশ যে চেতনা সুদীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশের তওহীদী জনতার হৃদয়ে লালিত ও বর্ধিত হয়ে আসছিল ও ক্রমেই বলিষ্ঠতা অর্জন করছিল। সেই বলিষ্ঠ বিপ্লবাত্মক চেতনাই আইডিএল-এর নামে আত্মপ্রকাশ করে তার নয়া অভিযাত্রা শুরু করেছে ১৯৭৬-এর ২৪ শে আগষ্ট তারিখে।

আইডিএল যে চেতনার বহিঃপ্রকাশ, মূলতঃ বাংলাদেশে তার আগমনের ইতিহাস এদেশে ইসলামের আগমনেরই ইতিহাস। এদেশে ইসলামের প্রথম আগমন আদি ও অকৃত্রিমরূপেই ঘটেছিল। প্রথম যখন আরবীয় বনিকদের দ্বারা চট্টগ্রামে ইসলামের প্রচার হয়, তখন তার রূপ কোন খণ্ডিত রূপ ছিলনা, বরং তা পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধানরূপেই এসেছিল।

যতদূর জানা যায়, খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলেই আরবীয় বণিকদের দ্বারা এদেশে প্রথম ইসলামের আগমন এবং প্রচার-প্রসার ঘটে। পরবর্তীকালে ইয়েমেন থেকে আগমন ঘটে বীর মুজাহিদ হযরত শাহজালালের যিনি সিলেটের অত্যাচারী রাজা গৌরগোবিন্দকে যুদ্ধে পরাজিত করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন। এর পরবর্তীকালে সেনানায়ক খাজা জাহান (খান জাহান আলী)-এর আগমন ঘটে খুলনার বাগেরহাটে। অনুরূপভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে আরো বহু ব্যক্তিত্বের আগমন ঘটে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ দাওয়াত নিয়ে। কিন্তু ঐতিহাসিক কারণে তাঁদের কারো পক্ষেই দীর্ঘস্থায়ী কোন আন্দোলন গড়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

এরপর আসে বালাকোটের শহীদ সাইয়েদ আহমদ বেরেলবী ও শাহ ইসমাইল শহীদের যুগ। তাঁদের মুজাহিদ বাহিনীতে সমগ্র উপমহাদেশ থেকেই সৈনিক গ্রহণ করা হয়, কিন্তু এতে আনুপাতিক হারে বাংলাদেশের মুসলমান ছিল সংখ্যায় বেশী। আরো পরে ইংরেজ আমলেই আমাদের দেশে হাজী শরিয়তুল্লাহ ও তাঁর পুত্র দুদু মিয়া ফরায়েজী আন্দোলন গড়ে তোলেন।

www.pathagar.com

তিতুমিরের বিদ্রোহ এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের পিছনেও ইসলামের বিপ্লবী চেতনাই প্রেরণাস্বরূপ কাজ করেছিল। আর মুন্সী মেহেরুল্লাহর আন্দোলনও ছিল এই চেতনা থেকেই উদ্ভূত। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এসব আন্দোলনের কোনটিই একটা অব্যাহত প্রক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি। অবশ্য একটা শক্তিশালী সংগঠনেরও অভাব ছিল।

যা-ই হোক, ইংরেজ শাসকদের চক্রান্তে এবং তাদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিণামে ইংরেজ শাসনামলের শেষ প্রান্তে এসে বাংলাদেশের মুসলিম শিক্ষিত মানস থেকে ইসলামের বিপ্লবী চেতনা প্রায় অন্তর্হিত হয়ে যায়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে মুসলিম জনমনে এ চেতনার প্রভাব থেকে যায় যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৪৬-এ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ওয়াদায় পাকিস্তান প্রস্তাব নিয়ে হাজির হয়ে মুসলিম লীগ কর্তৃক এ দেশের শতকরা আটানব্বই জন মুসলমানের সমর্থন লাভের মধ্য দিয়ে। কিন্তু পাকিস্তানের নায়কগণ ইসলামী রাষ্ট্রের কথা বললেও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যোগ্যতা, সদিচ্ছা ও প্রস্তুতি দু'একজন ব্যতিক্রম বাদে তাঁদের কারোই ছিলনা। তাই পাকিস্তানের সাড়ে তেইশ বছরে ইসলামের নামে এ দেশে চলেছে অনৈসলামিক কার্যকলাপ, শোষণ-নির্যাতন, দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, স্বজনপ্রীতি, বৈষম্য ও ইসলামী আন্দোলনকে গলা টিপে হত্যার অপচেষ্টা। তবে উপমহাদেশের মুসলমানদের সৌভাগ্য যে, সম্ভাব্য এই পরিস্থিতিতে ইসলামী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই ১৯৪১ সালে এগিয়ে আসেন কতিপয় মর্দে মুজাহিদ, গড়ে তোলেন ইসলামী জীবন-বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন চালানোর লক্ষ্যে 'জামায়াতে ইসলামী' নামে একটি ঐতিহাসিক সংগঠন ১৯৪৬-এ যার কাজ শুরু হয় এ দেশের মাটিতেও।

জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলন

চলতি শতাব্দীতে উপমহাদেশে ইসলামী আন্দোলনের স্থপতি মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর চিন্তা ও প্রচেষ্টার ফসল হিসেবে ১৯৪১ সালের ২৬শে আগষ্ট তারিখে লাহোরে ৭৫ জন সদস্য নিয়ে জামায়াতে ইসলামীর জন্ম। এ সংগঠনের প্রতিষ্ঠার পূর্বে তিনি দীর্ঘ ২২ বছর ধরে চিন্তা-ভাবনা,

www.pathagar.com

লেখালেখি, যোগাযোগ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এর প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। বিশেষ করে জীবন-বিধান হিসেবে ইসলামের যে প্রকৃত পরিচিতি সেই হারিয়ে যাওয়া পরিচিতি পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি তাঁর শক্তিশালী লেখনী চালনা করেন।

আরো বিশেষিত করে বলতে হয় যে, ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবে উপমহাদেশের শিক্ষিত জনমনে ইসলাম সম্পর্কে যে ধারণার জন্ম হয়, তা'তে রাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা, সংস্কৃতি ও জিহাদ বা সংগ্রামের কোন স্থান ছিল না। মওলানা তাঁর লেখনীর মাধ্যমে ইসলামের এই দিক-গুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। উপমহাদেশের মুসলমানরা মুসলিম হিসেবে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য পুরোপুরি বিস্মৃত হয়ে গেছিল। মওলানা তাঁর বলিষ্ঠ লেখনী চালনার মাধ্যমে মুসলমানদের তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিলেন—এ সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তুললেন।

এ সময় ১৯৪০-এর ২৩শে মার্চ লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। মওলানা মওদূদী পাকিস্তান আন্দোলনের নায়কদের আহ্বান জানালেন তাঁদের ঘোষিত 'মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি' পাকিস্তানকে সত্যিকার অর্থে একটা ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ তথা পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণের কর্মসূচী নেয়ার জন্য। কিন্তু তাঁরা বললেন যে, মুসলমানদের হাতে শাসন ক্ষমতা এলেই তা ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হবে, এ জন্য আলাদা কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই।

পাকিস্তান আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের দু'একজন বাদে প্রায় সকলেরই সেক্যুলার শিক্ষা, সেক্যুলার চরিত্র, ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে এরূপ মানসিকতা দর্শনে মওলানা সম্ভাব্য স্বাধীনতা উত্তর পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করেই ১৯৪১ সালে জামায়াত প্রতিষ্ঠা করলেন এবং পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত চিন্তার পরিশুদ্ধি সাধন ও চরিত্র গঠনমূলক কাজ চালিয়ে গেলেন। '৪৬-এর গণভোটের ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল, তখন জামায়াতকে আনুষ্ঠানিকভাবে দু'টি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সংগঠনে পরিণত করা হল 'জামায়াতে ইসলামী হিন্দ' এবং 'জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান' নামে। 'জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান'-এর কর্মসূচীতে চিন্তার পরিশুদ্ধি ও চরিত্র গঠনের সাথে সাথে রাষ্ট্রক্ষমতার পরিবর্তনে সক্রিয় প্রচেষ্টাও অন্তর্ভুক্ত করা হল।

www.pathagar.com

পাকিস্তানের রাজনীতির প্রথম তেইশ বছরে জামায়াতে ইসলামী একটি স্বতন্ত্র ধারার সংগঠন হিসেবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তান স্বাধীন হবার অব্যবহিত পরেই জামায়াতে ইসলামী ইসলামী শাসনতন্ত্রের আন্দোলন শুরু করে। ফলে এর নেতৃবৃন্দকে একাধিকবার জেলে যেতে হয় এবং জামায়াতকে দু'দুই বার বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। জামায়াতেরই প্রচেষ্টায় পাকিস্তানের সকল দল-মতের শীর্ষ স্থানীয় আলেমগণ একত্রিত হয়ে ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি প্রণয়ন করতে সক্ষম হন এবং জামায়াতেরই নেতৃত্বে পাকিস্তানের তওহীদী জনগণের দুর্বার আন্দোলনের মুখে পাকিস্তান সরকার আদর্শ প্রস্তাব গ্রহণ করেন যার ভিত্তিতে পরে '৫৬ সালের শাসনতন্ত্রকে ইসলামী বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়।

তবে জামায়াতের সব চেয়ে বড় অবদান হচ্ছে মানুষের চিন্তার রাজ্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন। জামায়াতের আন্দোলনের সূচনায় যারা ইসলামে রাজনীতি ও অর্থনীতির অস্তিত্ব শুনে বিস্ময় প্রকাশ করতেন এবং 'অতি পবিত্র' ধর্মকে 'অতি পবিত্র স্থান' মসজিদের চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জোর ওকালতি করতেন তারাও শেষদিকে বলতে শুরু করলেনঃ "আমরাও মুসলমান," "আমরাও ইসলাম চাই" "কোরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন পাশ করা হবে না' ইত্যাদি। অন্যদিকে পীর-মুরিদী করাই যাদের একমাত্র কাজ সেই চরম জামায়াত বিরোধীদের মুখেও এখন ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা আর ইসলামী রাষ্ট্রের কথা শোনা যায়। তেমনি ওয়ায়েজদের ওয়াজের ভাষা, বক্তব্য এবং ভঙ্গিতেও জামায়াতেরই প্রভাবে পরিবর্তন এসেছে।

তদানীন্তন পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনেও জামায়াত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। '৬২-র শাসতন্ত্র সংশোধনের আন্দোলন, '৬৫-র প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধীদল (কপ)-এর ভূমিকায়, '৬৬ সালে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেণ্ট (পিডিএম)-এর আন্দোলন এবং '৬৮-র শেষ দিক থেকে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি (ডাক)-এর আন্দোলনে জামায়াত সক্রিয়, জোরালো ও বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কৃত বৈষম্যের বিরুদ্ধে ১৯৫৬ সালে জামায়াতই সর্ব প্রথম সোচ্চার আওয়াজ তোলে।

www.pathagar.com

এ বৈষম্যের প্রতিকারের জন্য পরবর্তীকালে জামায়াত সুচিন্তিত পাঁচ দফা-দাবী পেশ করে, যদিও শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন কারণে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব চলে যায় অন্যদের হাতে।

পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামী আন্দোলন

১৯৪১-এর ২৬শে আগষ্ট লাহোরে যে কনভেনশনে জামায়াতে ইসলামী গঠিত হয় তাতে একমাত্র বাংলাভাষী প্রতিনিধি ছিলেন পটুয়াখালীর জনাব আতাউল্লাহ্, কিন্তু তিনি কোন সক্রিয় ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হওয়ায় ঐ সময় বাংলায় জামায়াতের কাজ শুরু হতে পারেনি। বর্তমান আইডিএল চেয়ারম্যান মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম তখন ছাত্র। কোলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় পড়াশুনা করা অবস্থায় ১৯৪৫ সালে তিনি মওলানা মওদূদীর সাহিত্যের সাথে পরিচিত হন এবং মওলানা মওদূদীর সাথে চিঠিপত্রে যোগাযোগ করে জামায়াতের দাওয়াত গ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি এদেশে প্রথম জামায়াতের সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

বস্তুতঃ মওলানা মওদূদীকে যে অর্থে উপমহাদেশে ইসলামী আন্দোলনের স্থপতি বলা হয়, সে অর্থে মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীমকে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের স্থপতি বলা যেতে পারে। লেখনী, বক্তৃতা ও সাংগঠনিক দক্ষতা—একটা আন্দোলনে নেতৃত্বদানের জন্য এই তিনটি গুণ অপরিহার্য। মরহুম মওলানা মওদূদীর ভিতরে এই তিনটি গুণ পূর্ণমাত্রায় ও সমানভাবে ছিল; মওলানা আবদুর রহীমের ভিতরেও এই তিনটি গুণ পূর্ণমাত্রায় ও সমান-ভাবে রয়েছে। তাঁর লেখা গবেষণাগ্রন্থ "হাদীস সংকলনের ইতিহাস" এবং পূর্ণাঙ্গ অর্থনীতিগ্রন্থ "ইসলামের অর্থনীতি" বিশ্বের ইসলামী সাহিত্য ও গবেষণার ইতিহাসে প্রথম ও অনন্য। অন্যদিকে তাঁর লেখা "সুন্নাত ও বিদয়াত" আমাদের সমাজে যুগ যুগ ধরে পুঞ্জিভূত কুসংস্কার এবং 'ধর্মের নামে অধর্ম'-এর ভিত্তিমূলকে নাড়িয়ে দিয়েছে। তেমনি আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর অবহিতির সামান্যতম বহিঃপ্রকাশ ক্ষুদ্র পুস্তিকা "পাক-চীন বন্ধুত্বের স্বরূপ" আয়ুবী শাসনামলের ভিত্তিমূলে যে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল

www.pathagar.com

এবং সারা পাকিস্তানে যে তুমুল ঝড় তুলেছিল তা-ও অবিস্মরণীয়। এছাড়া মওলানা মওদূদীর চিন্তাধারার সাথে শুধু বাংলাদেশেরই নয়, পশ্চিম বাংলা এবং আসামের মুসলমানদেরও তিনিই পরিচিত করে দিয়েছেন। বিখ্যাত তাফসীর-গ্রন্থ 'তাফহীমুল কোরআন'সহ মরহুম মওলানার অধিকাংশ গ্রন্থই তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছেন। অন্যদিকে তিনি নিজেই কয়েক ডজন ছোট বড় মৌলিক গ্রন্থের প্রণেতা।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম ১৯৪৬ সালেই এ দেশে জামায়াতের প্রথম সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তবে প্রদেশ ভিত্তিতে জামায়াতের কাজ শুরু হয় ১৯৪৮ সালের মে মাসে। প্রাদেশিক জামায়াতের প্রথম আমীর হন তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত মওলানা রফী আহমদ ইন্দোরী। ১৯৫১ সালে মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম প্রাদেশিক জামায়াতের আমীর নির্বাচিত হন। ১৯৫৩ সালে চৌধুরী আলী আহমদ (মরহুম) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯৫৬ সালে মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম পুনরায় প্রাদেশিক আমীর নির্বাচিত হন এবং ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর প্রফেসর গোলাম আযম আমীর হন। ১৯৭১-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৭১-এর ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে প্রফেসর গোলাম আযম পাকিস্তান চলে গেলে মরহুম আবদুল খালেক এ দায়িত্ব প্রাপ্ত হন এবং তিনিই ছিলেন পূর্বপাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর সর্বশেষ আমীর।

পাকিস্তানে প্রথম তেইশ বছরে জামায়াতে ইসলামী যেসব সংগ্রামী কর্মসূচীতে অংশগ্রহন করে তার প্রতিটিতেই পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী। আইয়ুব আমলের শেষ দিকে 'এখানে ইসলামী সংগ্রাম পরিষদ' নামে সর্বস্তরের তওহীদী জনতার যে প্লাটফর্ম গঠিত হয়, তার প্রাণশক্তিও ছিল জামায়াতে ইসলামী। অবশ্য আমাদের দেশের জনগণের চিরাচরিত সংগ্রামী মানসিকতা এবং ইসলামের প্রতি অকৃত্রিম মহব্বতই এই অগ্রসরতার পিছনে সর্বাধিক সহায়ক হয়েছিল।

সত্তরের নির্বাচন : কিছু ব্যর্থতা

সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামী আন্দোলনে ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা অনস্বীকার্য এবং জনগণের চিন্তা-চেতনার মোড় পরিবর্তনে জামায়াতের অবদান অবিস্মরণীয়। কিন্তু এই বিরাট সাফল্যের পাশাপাশি

www.pathagar.com

জামায়াতের কিছু ব্যর্থতাও রয়েছে যার উল্লেখ ব্যাতিরেকে পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এবং তার যথাযথ মূল্যায়ন সম্ভব হবে না। পূর্ব পাকিস্তানের শেষ দিকে জামায়াত সময়ের দাবী মিটিয়ে নিজস্ব আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়। এই সময়ে প্রয়োজন ছিল জামায়াতকে গণমুখী সংগঠনে পরিণত করে সর্বস্তরের মুসলিম জনগণের জন্য এর দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া, অন্যদিকে সমাজ-পরিচালনার যোগ্যতা সম্পন্ন লোকদের ব্যাপকভাবে রিক্রুট করার ব্যবস্থা করা। কিন্তু এই দাবী মিটাতে ব্যর্থ হওয়ায় জামায়াত গণসংগঠনে রূপান্তরিত হতে পারেনি।

জামায়াতের দ্বিতীয় ব্যর্থতা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কৃত বৈষম্যর বিরুদ্ধে যথাযথ আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারা। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কৃত বৈষম্যের বিরুদ্ধে জামায়াতই প্রথম সোচ্চার আওয়াজ তোলে ১৯৫৬ সালে; পরে একই প্রশ্নে ৫-দফা দাবী পেশ করে যা ছিল শেখ মুজিবের ৬-দফা দাবীর তুলনায় অধিকতর বাস্তবমুখী ও কার্যকর। ইসলাম যেহেতু সকল প্রকার শোষণ-বৈষম্যের বিরোধী, তাই এ দাবী ছিল ইসলামেরই দাবী। কিন্তু একে ত শেখ মুজিব ৬-দফা নিয়ে অনেক দূর অগ্রসর হবার পরেই এই পাঁচ দফা দাবী প্রণয়ন করা হয়, তদুপরি এ নিয়ে গণআন্দোলন ঝাঁপিয়ে পড়া ঠিক হবে কিনা, এ বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াত দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকে। অথচ এ সময় এদেশের জনমন—বিশেষ করে তরুণ মানস এধরণের আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল। কিন্তু জামায়াত আন্দোলনে নামার ব্যাপারে যখন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছিল, ততক্ষণে আওয়ামী লীগ ৬-দফা দাবী নিয়ে ময়দান প্রায় দখল করে ফেলেছে। এর ফল দাঁড়াল এই যে, পরে জামায়াত যখন যেখানেই বৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলেছে তখন মানুষ মনে করেছে যে, আওয়ামী লীগ আন্দোলন করার কারণেই জামায়াত 'পশ্চিমা-দালাল'-এর অপবাদ থেকে গা বাঁচাবার জন্য পাঁচ দফা তৈরী করেছে।

জামায়াতের তৃতায় ব্যর্থতা ছিল সত্তরের নির্বাচনে। এ সময় তওহীদী জনগণের দাবী ছিল যে ইসলামপন্থীরা ঐক্যবদ্ধ হোক। কিন্তু এ ঐক্য সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এই ঐক্য না হবার পিছনে জামায়াতের বা অন্যকোন সংগঠনের

www.pathagar.com

ওপর এককভাবে দোষারোপ করা হলে অন্যায় হবে। এ ব্যাপারে প্রতিটি ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলেরই দায়িত্ব ছিল। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন হিসেবে জামায়াতেরই দায়িত্ব ছিল সর্বাধিক এবং ত্যাগ স্বীকারের নৈতিক দায়িত্বও জামায়াতেরই বেশী ছিল। কিন্তু জামায়াত ত্যাগ স্বীকারে অনেকখানি প্রস্তুত থাকলেও শেষ পর্যন্ত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। ফলে একটিমাত্র প্রতীকের অধীনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই কেবল অসম্ভব হয়ে ওঠেনি, বরং অনেক আসনে ইসলামপন্থী ও মুসলিম দলগুলোর পক্ষ থেকে একাধিক প্রার্থী থাকার কারণেই তাঁদের হেরে যেতে হয়েছে। এই অনৈক্যের ফলে সবচাইতে মারাত্মক যে ক্ষতি হল তা হচ্ছে ইসলামী দলগুলোর প্রতি জনমনে অনাস্থা সৃষ্টি। তারা একদিকে ঐক্যের অভাবে হতাশ হল, অন্যদিকে ইসলামপন্থী কোন দলই এককভাবে সব আসনে প্রার্থী না দেয়ায় আওয়ামী লীগের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে জনগণ কোন দলকে মনে করে উঠতে পারেনি—আওয়ামী লীগ যে নিরঙ্কুশ বিজয়ী হবে এরূপ ধারণা গড়ে ওঠে। ফলে সাধারণ ভোটারদের সিদ্ধান্ত এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। এমনকি, ঐক্য না হওয়া সত্বেও জামায়াত যদি এককভাবে প্রতিটি আসনে প্রার্থী দিত তাহলেও, আওয়ামী লীগ জয়লাভ করা সত্বেও, আনুপাতিক ফলাফল ভিন্নতর হত—এতে কোন সন্দেহ নেই। এছাড়া যে ক'টি আসনে জামায়াত প্রার্থী দিয়েছিল, সে ক্ষেত্রেও সর্বত্র উপযুক্ত ও গণমুখী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী প্রার্থী দিতে না পারাও জামায়াতের পরাজয়ের অন্যতম কারণ।

স্বাধীনতাযুদ্ধ

১৯৭০-এর নির্বাচনে পাকিস্তানের দুই অংশে দু'টি দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল। এই দু'টি দলের কোনটিরই অপর অংশে কোন প্রতিনিধিত্ব ছিল না। অপর পক্ষে এখানে বিজয়ী আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইস্যু ছিল আঞ্চলিক বৈষম্য এবং তার প্রতিকার ফর্মুলা স্বরূপ দেয়া হয়েছিল ৬-দফা। এই ৬-দফার ভিতরে এমন ব্যবস্থা ছিল যাতে এ ফর্মুলা বাস্তবায়নের পর খুব সহজেই পাকিস্তানের দু'টি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। নির্বাচনের ফলাফলের

www.pathagar.com

পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের বিভক্তি ছিল একরূপ সুনিশ্চিত, তবে তা শান্তিপূর্ণ-ভাবে হবে, না রক্তাক্ত পন্থায় হবে—এটুকুই বাকী ছিল। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে শাসনতন্ত্র তৈরী হলে এবং তাতে ৬-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্বশাসন অন্তর্ভুক্ত হলে তার পূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বছর তিনেকের ব্যবধানে বিনা রক্তপাতেই পাকিস্তান দ্বিধাবিভক্ত হবে—এতে এখানে অবস্থিত সেনাবাহিনীর পশ্চিম পাকিস্তানী অংশের পক্ষ থেকে কোনরূপ বাধা দেয়া হলে সামান্য রক্তপাত হতে পারে বটে, কিন্তু দ্বিধাবিভক্তি নিশ্চিত বলে প্রায় সকলেই ধরে নিয়েছিলেন।

এ পরিপ্রেক্ষিতে সারা পূর্ব পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীগণ নতুন পরিস্থিতিতে—পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার পর ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের কাজ করার জন্য প্রয়োজণীয় মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এ অবস্থায় '৭১-এর ফেব্রুয়ারী মাসে লাহোরে পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূ'রার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় যে কোন সময় যে কোন স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীকে পরামর্শ ও ক্ষমতা দেয়া হয়। অন্য কথায় বলতে গেলে পূর্ব-পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর প্রাদেশিক সংগঠন হিসেবে কাজ করবে, না কি স্বতন্ত্র 'স্বাধীন' সংগঠন হিসেবে কাজ করবে সে বিষয়টি পুরোপুরি পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়। আরো স্পষ্ট করে বললে বলতে হয় যে, পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী মনের দিক থেকে স্বাধীন বাংলাদেশকে মেনে নেয়—কেবলমাত্র স্বাধীনতার ঘোষণার অপেক্ষায় থাকে মাত্র।

১৯৭১-এর তেসরা মার্চ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন বসার কথা ছিল। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পিপলস পার্টি ছাড়া অন্যান্য দলের এমএনএ-গণ ইতিমধ্যেই ঢাকায় এসে পৌঁছে যান। এ অবস্থায় হঠাত পহেলা মার্চ প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খান এক বেতার ভাষণে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। ফলে সারা পূর্ব-পাকিস্তান বিক্ষোভে ফেটে পড়ে—অবিরত বিক্ষোভ চলতে থাকে। এ অব-

www.pathagar.com

স্থায়—মার্চের গোড়ার দিকে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক জামায়াতে ইসলামীর মজলিসে শূ'রার বৈঠক বসে। শূ'রায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ইয়াহিয়া খানের হঠকারী সিদ্ধান্তে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। বৈঠকে পরিস্থিতি বিবেচনায় পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীকে নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী' নাম নিয়ে স্বাধীন সংগঠনে পরিণত করার বিষয়েও আলোচনা করা হয়। তবে এ ব্যাপারে অগ্রবর্তী না হয়ে সংখ্যাগুরু দল আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করাকেই ভাল মনে করা হয় এবং 'এই মুহূর্তে আওয়ামী লীগের হাতে নিঃশর্ত ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবীতে' তাদের সাথে মিলে আন্দোলন চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শূ'রার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের আমীর সামরিক সরকারের কঠোর সমালোচনা করে এবং আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানিয়ে বিবৃতি দেন। অবশ্য মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম এ সময় পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের কোন দায়-দায়িত্বের সাথে জড়িত ছিলেন না, তথাপি তিনি পরিস্থিতির নাজুকতা বিবেচনা করে ইতিমধ্যেই এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগের হাতে নিঃশর্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য এবং দেশকে গুরুতর রক্তারক্তির দিকে ঠেলে না দেয়ার জন্য সামরিক সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

মওলানা আবদুর রহীম এবং প্রাদেশিক জামায়াতের আমীর—উভয়ের বিবৃতি যথাযথ গুরুত্ব সহকারে জাতীয় দৈনিকসমূহে ছাপা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র জামায়াতের নেতা-কর্মীগণ শূ'রার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এবং পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামী আন্দোলনের স্থপতি ও প্রাদেশিক জামায়াতের আমীর—উভয়ের বিবৃতির আলোকে আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংগ্রহণ করেন। অনেক ক্ষেত্রে জামায়াতের নেতা-কর্মীগণ সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটিতেও অংশগ্রহণ করেন। এভাবে বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলন একটা নতুন পথ পরিক্রমায় যাত্রা শুরু করে এবং পরিস্থিতির সাথে মোটামুটি খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হয়। ঠিক এই অবস্থায়—সারা পূর্ব পাকিস্তান যখন আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণে, সমস্ত অফিস-আদালত ও প্রতিষ্ঠান যখন আওয়ামী লীগের নির্দেশ মত চলছে, এমনি এক মুহূর্তে

www.pathagar.com

২৫শে মার্চ মধ্যরাতে টিক্কা খানের নির্দেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকা মহানগরীর নিরীহ ঘুমন্ত মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এদেশের জনগণকে রক্তক্ষয়ী জনযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২৭শে মার্চ চট্টগ্রাম বেতার থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করা হয়।

এখানে উল্লেখ্য অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, শেখ মুজিব ৭ই মার্চ সুস্পষ্ট ভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে সামান্য কিছুটা রক্তপাত হলেও তা হত নিতান্তই অনুল্লেখযোগ্য। কিন্তু তিনি চতুর ভুট্টোর দ্বারা বিস্ময়করভাবে প্রতারিত হয়ে আলোচনার টেবিলে কালক্ষেপণ করলেন, আর ইত্যবসরে ভুট্টোর সহযোগী সামরিক অফিসাররা প্রস্তুতি নিয়ে বাংলাদেশের জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

এখানে আরো লক্ষ্যনীয় বিষয় যে, ২৫শে মার্চের রাতে আওয়ামী-লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ সাড়ে চার শতাধিক এমএনএ-এমপিএ এবং ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও শ্রমিক লীগের নেতৃবৃন্দ ঢাকায়ই ছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করাই যদি ভুট্টো-টিক্কা গং-এর লক্ষ্য থাকত, তাহলে তা তারা অনায়াসেই করতে পারতেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে থেকে একজনও মারা পড়লেন না বা গ্রেফতারও হলেন না। অথচ নিরীহ মানুষের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালানো হল। এ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, পাকিস্তানের হেফাজত করা পাকিস্তানী সামরিক অফিসারদের উদ্দেশ্য ছিলনা, বরং উদ্দেশ্য ছিল শান্তিপূর্ণ পন্থার পরিবর্তে রক্তাক্ত পন্থায় পাকিস্তানের দু'টি অংশকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া। এই বিচ্ছিন্নতার জন্য পাকিস্তানের ঘোষিত প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব যতটুকু ধৈর্য ধারণের পক্ষপাতী ছিলেন ক্ষমতা লোলুপ ভুট্টো পাকিস্তানের অপরাংশের প্রধানমন্ত্রিত্বের জন্য অতটুকু অপেক্ষা করতেও রাজী ছিলেন না। তাই জনযুদ্ধের সৃষ্টি করে বিচ্ছিন্নতাকে ত্বরান্বিত করাই ছিল ভুট্টো এবং তাঁর অনুগত সামরিক অফিসারদের উদ্দেশ্য। কিন্তু অনেকে এই পরিস্থিতি অধ্যয়নে ভুল করলেন—পাকবাহিনীর এ অভিযানকে পাকিস্তান রক্ষার অভিযান বলে মনে করলেন।

পাক-বাহিনীর মার্চ মাসের অভিযানের পরপরই সর্বস্তরের চিহ্নিত রাজনৈতিক নেতা-কর্মীগণ শহর থেকে গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিলেন এবং অনেকে

www.pathagar.com

ভারতে চলে গেলেন। জামায়াতের নেতা-কর্মীদেরও অনেকেই গ্রামে আশ্রয় নিলেন। তবে বোধগম্য কারণেই তাঁরা ভারতে যেতে ভরসা পেলেন না। এ অবস্থায় হঠাত করে জামায়াতের প্রাদেশিক আমীর 'শান্তি কমিটি'তে যোগ দিয়ে দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের প্রতি পাক-বাহিনীর সহযোগিতা করার নির্দেশ দিলেন। অনেকেই নেতার নির্দেশ মানলেন এবং অনেকে নিষ্ক্রীয় হয়ে গেলেন। ফলে জামায়াতে ইসলামী একদিকে পাক-বাহিনীর সহযোগী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ক্রোধের শিকার হল, অন্যদিকে মার্চ মাসের ভূমিকা এবং পরে সহযোগিতা-সত্ত্বেও লুটপাট, নিরীহ মানুষ হত্যা ও অন্যবিধ অন্যায়-অত্যাচারে অসহযোগিতা বরং সমালোচনা ও বিরোধিতা করার কারণে পাকবাহিনীরও পুরোপুরি আস্থাভাজন হতে পারল না। এর পরিণাম হল গুরুতর। একদিকে ১৬ই ডিসেম্বরের আগে-পরে ইসলামী আন্দোলনের অসংখ্য কর্মীকে—বিশেষতঃ তরুণ কর্মীদের জীবন দিতে হল, অন্যদিকে ১০ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী জামায়াতে ইসলামী-সহ সকল ইসলামপন্থী দলকে বেআইনী ঘোষণা করলেন যা ১৬ই ডিসেম্বর থেকে বাস্তবে কার্যকরী হয়। এরপর ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের ওপর নেমে আসে জেল-জুলুম এবং অত্যাচারের ষ্টীম রোলার। তবু ইসলামী আন্দোলনের কাজ পুরোপুরি বন্ধ হল না। যারা জেলের বাইরে থাকলেন তাঁরা খুব শীঘ্রই ব্যক্তি পর্যায়ে যোগাযোগ স্থাপন করলেন এবং পরবর্তী সময়ে ব্যাপকতর ইসলামী আন্দোলনের প্রস্তুতিস্বরূপ চরিত্র গঠনমূলক কাজ ও জনমনে ইসলামী চেতনা জাগ্রত করে রাখার জন্য সম্ভাব্য সবরকমের তৎপরতা চালিয়ে যেতে লাগলেন। এ সময়ে জেলে থাকাকালে বিভিন্ন ইসলামপন্থী দলের নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে একমত এবং পরস্পর ওয়াদাবদ্ধ হন যে, পরবর্তীকালে ইসলামী দল গঠনের সুযোগ পাওয়া গেলে সবাই মিলে একটিমাত্র দল গঠন করে কাজ করবেন। ১৯৭৬ সালে রাজনৈতিক দলবিধি (পিপিআর)-এর অধীনে সে সুযোগ এসে হাজির হল।

আইডিএল-এর প্রতিষ্ঠা

১৯৭৬-এর জুলাই মাসে রাজনৈতিক দলবিধি (পিপিআর)-এর অধীনে দেশে একটি মাত্র ইসলামী আন্দোলনের জন্য দল গঠনের ব্যাপারে মত বিনিময় শুরু

www.pathagar.com

হয়। ঐক্যের ফর্মুলা হিসেবে জনাব খান এ সবুর সবাইকে মুসলিম লীগে শামিল হবার জন্য আহ্বান জানালেন, কিন্তু যেহেতু ঐক্যের জন্য প্রত্যেকটি সাবেক দলের নেতা-কর্মীদেরই ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন ছিল, তাই কোন একটি দলের নাম, গঠন-প্রক্রিয়া, কাঠামো ও নেতৃত্ব হুবহু বহাল রেখে একটি জাতীয় প্লাটফর্ম গঠন সম্ভব ছিলনা। তাই মুসলিম লীগকে বাদ দিয়েই ইসলামপন্থী অন্যান্য সাবেক দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে মোটামুটি একটা সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়। জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম পার্টি, পিডিপি, খেলাফতে রব্বানী পার্টি, বিডিপি, আইডিপি ও ইমারত পার্টির নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ দলের নেতা-কর্মীদের মতামত সাপেক্ষে সর্বসম্মত ফর্মুলার ভিত্তিতে দেশের তওহীদী জনতার ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্মরূপে একটি মাত্র দল গঠন করে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন করার ব্যাপারে একমত হলেন। অতঃপর প্রথমে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি সাবেক দলের নেতা-কর্মীগণ ভিন্ন ভিন্নভাবে আলোচনায় মিলিত হলেন এবং নিজ নিজ ফোরামে 'একদল' গঠনের ব্যাপারে একমত হবার পরে সব দলের সম্মিলিত ফোরামে আইডিএল গঠন করা হল।

এ প্রক্রিয়ায় সাবেক পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর সর্বস্তরের নেতা-কর্মীগণ প্রথমে স্থানীয়ভাবে ও পরে জিলাভিত্তিতে বৈঠকে বসে এ ব্যাপারে ব্যাপক চিন্তা-ভাবনা ও আলাচনা করে মতামত নির্ধারণ করেন এবং সবশেষে জিলা ফোরামগুলোর প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিগণ ১৯৭৬-এর ৫ ও ৬ই আগষ্ট ঢাকায় একটি কনভেনশনে মিলিত হয়ে নিজ নিজ এলাকার নেতা-কর্মীদের মতামত ও তাঁদের নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন। এতে শতাধিক প্রতিনিধি যোগদান করেন এবং তাঁদের মধ্য থেকে ৯৩ জন সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন। তাঁদের মধ্যে মাত্র ৬ জন 'জামায়াতে ইসলামী' নামে ময়দানে আসার পক্ষে বক্তব্য রাখলেও বাকী সবাই-ই অন্যান্য ইসলামপন্থীদের সাথে মিশে একটি ঐক্যবদ্ধ বৃহত্তর ইসলামী দল গঠনের সপক্ষে অভিমত পেশ করেন। ফলে গণতান্ত্রিক নিয়মানুযায়ীই এ কনভেনশনে এ দেশে ভবিষ্যতে 'জামায়াতে ইসলামী' নামে আন্দোলন না করে অন্যদের সাথে মিলে একটি ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্মের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ অথচ ব্যাপক ভিত্তিক এবং অধিকতর গতিশীল ইসলামী আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

www.pathagar.com

শুধু তা-ই নয়, যে ক'জন প্রতিনিধি জামায়াতে ইসলামী নামে ময়দানে আসার সপক্ষে বক্তব্য রাখেন তাঁরাও কনভেনশনের সিদ্ধান্ত মেনে নেন এবং একারণেই তখন তাঁরা 'জামায়াতে ইসলামী' নামে দল গঠনের জন্য কোন স্বতন্ত্র উদ্যোগও গ্রহণ করেননি।

পরে এ্যাডভোকেট শফিকুর রহমানের বাড়ীতে সাবেক ইসলামপন্থী সর্বদলীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এক সমাবেশে ঐক্যের সনদ স্বাক্ষরিত হয়। এতে বলা হয়, "আমরা অতীতের পরিচিত পরিহার করে এক বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ ইসলামী দল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি।" এ সনদে সাবেক জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্বশীল মর্যাদার দুই ব্যক্তি মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম ও মওলানা এ, কে, এম, ইউসুফ স্বাক্ষর করেন। অতঃপর ২৪শে আগষ্ট এ্যাডভোকেট আবদুল জলিলের ঝিকাতলাস্থ বাসভবনে দেশের ইসলামপন্থী সাবেক দলগুলোর নেতাকর্মীদের সম্মিলিত কনভেনশনে সর্বসম্মতভাবে আইডিএল গঠন করা হয়। এ কনভেনশনেই আইডিএল-এর গঠনতন্ত্র ও মেনিফেষ্টো পাশ করা হয়।

এর ভিত্তিতে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর রোকন, কর্মী ও মুত্তাফিকগণ আইডিএল পরিচালিত দ্বীনি আন্দোলনে শামিল থেকে এ দেশে ইসলামী জীবন-বিধান প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। তখন থেকেই সাবেক পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীগণ নেজামে ইসলাম পার্টি, পিডিপি, বিডিপি, আইডিপি, ইমারত পার্টি ও খেলাফাতে রব্বানী তথা আইডিএলভুক্ত অন্যান্য সাবেক দলের নেতা-কর্মীদের মতই আইডিএল-এর নেতা-কর্মী হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন এবং এখনো এই পরিচয়েই তাঁরা সর্বত্র পরিচিত।

এভাবে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি বৃহত্তর সংগঠনে নিজ সুনাম ও কাঠামোর আত্মবিলুপ্তি ঘটানোর ফলে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের এক নতুন ধারা ও নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল।

www.pathagar.com

নামের পরিবর্তন

একথা অনস্বীকার্য যে, সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে যে সব ইসলামপন্থী দল কাজ করেছে তার মধ্যে একমাত্র জামায়াতে ইসলামীই ছিল পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন। তাছাড়া অর্থের দিক থেকে 'জামায়াতে ইসলামী' ইসলামী আন্দোলনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী নাম। এ অবস্থায় সবগুলো ইসলামপন্থী সাবেক দলের নেতা-কর্মীগণ মিলে এ নামটি গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা তা করেন নি। এমনকি খোদ জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীগণও এ নামটি গ্রহণের ব্যাপারে কোনরূপ প্রচেষ্টা চালাননি।

কয়েকটি কারণে 'জামায়াতে ইসলামী' নাম পরিত্যাগ করার পক্ষে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধিত্বশীল কনভেনশন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। প্রথমতঃ ঐক্যের প্রয়োজনে সবাইকেই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। অন্যান্য দল যখন তাদের পূর্ব-নাম পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত, তখন জামায়াতের জন্যও পূর্ব-নাম পরিত্যাগ করা বাঞ্ছনীয় ছিল—অন্যথায় 'মুসলিম লীগ'-এর মত নাম পরিবর্তনে অস্বীকৃতি 'জামায়াত'কে আইডিএল-এর প্লাটফর্ম থেকে দূরে ঠেলে দিত। ফলে বৃহত্তর ঐক্যের লক্ষ্য অর্জিত হতনা।

দ্বিতীয়তঃ ১৯৭১-এর বিতর্কিত ভূমিকার কারণে অনেক ইসলামপন্থী লোকও এ নামটি সহ্য করতে পারতেন না (এবং এখনো পারেন না)। তাই আন্দোলনের কাজকে অযথা বাধা ও প্রশ্নের সম্মুখীন করতে আইডিএলভুক্ত অন্যান্য সাবেক দলের নেত-কর্মীগণ ত বটেই, খোদ সাবেক জামায়াতের নেতা-কর্মীগণও সমীচীন মনে করেননি।

তৃতীয়তঃ যুগে যুগে দেশে দেশে ইসলামী আন্দোলন হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। কোরআন ও হাদীসে ইসলামী সংগঠন ফরজ করা হয়েছে। কিন্তু কোন বিশেষ নামে তা ফরজ করা হয়নি—কোন বিশেষ নাম কোরআন-হাদীসে উল্লেখ করা হয়নি। তাই যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন নামে ইসলামী আন্দোলন চলেছে এখনো চলছে। এই আন্দোলনগুলোর প্রতিটিই যে ইসলামী আন্দোলন, তাতে কোন ইসলামী দলের নেতা-কর্মীরই দ্বিমতের অবকাশ নেই।

মিসরে, ইরাকে সিরিয়া ও সুদানে 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন' নামে ইসলামী আন্দোলন চলছে। তুরস্কে 'নুরে তোলাবা' ও 'ইত্তেহাদে মুহাম্মাদী'

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলন করেছে—বর্তমানের 'মিল্লী সালামত পার্টি'ও ইসলামী আন্দোলনই করছে। ইন্দোনেশিয়ার 'মাসজুমী পার্টি' ও ইসলামী আন্দোলন করত—এখন 'পারতাই পারসাতুয়ান পেমবাংগুনান' (পিপিপি) যা 'ইউ-নাইটেড ডেভলপমেন্ট পার্টি' নামে পরিচিত - ইসলামী আন্দোলন চালাচ্ছে। ইরানের জনগণ ইমাম খোমিনীর নেতৃত্বে কোনরূপ নামের ব্যানার ছাড়াই সফল ইসলামী বিপ্লব করেছে—বর্তমানে 'ইসলামিক রিপাবলিকান পার্টি' এ বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। অন্যদিকে পাকিস্তান, ভারত ও শ্রীলঙ্কায় 'জামায়াতে ইসলামী' নামে ইসলামী আন্দোলন চলছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশেও বিভিন্ন নামে ইসলামী আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। এমনকি খোদ জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীগণও বাংলাদেশে এ দল বে-আইনী থাকা অবস্থায় কোনরূপ নামের ব্যানার ছাড়াই আন্দোলনের কাজ সম্ভাব্য সকল উপায়ে অব্যাহত রেখেছিলেন। এর পূর্বে ১৯৫৮ সালে জামায়াত বে-আইনী ঘোষিত হবার পর 'মজলিসে তা'মীরে মিল্লাত' নামে সংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করে আন্দোলনে কাজ করা হয়েছে। 'জামায়াতে ইসলামী' নামে কাজ না করতে পারার কারণে ইসলামী আন্দোলন কখনো বন্ধ হয়ে থাকেনি।

তাছাড়া যেহেতু কোন একটি বিশেষ নাম ইসলামী আন্দোলনের জন্য ফরজ করা হয়নি—কোরআন-হাদীসে যখন ইসলামী আন্দোলনের জন্য বিশেষ নাম নির্ধারন করে দেয়া হয়নি, তখন প্রয়োজনবোধে সামষ্টিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে দলের নাম পরিবর্তনের অধিকার সব সময়ই ইসলামী আন্দোলনের—সংশ্লিষ্ট দলের নেতা-কর্মীদের রয়েছে। কারণ, ইসলামী আন্দোলনের কোন নেতা-কর্মীই নামের পূজারী হতে পারেন না—নাম বিশেষের জন্য তাঁদের আবেগ-দীপ্ত হবারও কিছু নেই ; আন্দোলনই তাঁদের উদ্দেশ্য, নাম নয়। তাই এক-বার কেন, ইসলামী আন্দোলনের বৃহত্তর স্বার্থে যতবার প্রয়োজন মনে হবে, তত-বারই দলের নাম পরিবর্তন করা যেতে পারে। এভাবে সবদিক ভেবে-চিন্তেই বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের জন্য নতুন নাম গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্যাডার-এর ধারণা

সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামী যে পদ্ধতিতে ইসলামী আন্দোলন করত- তা'তে সংগঠনের অভ্যন্তরে দলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের রোকন

www.pathagar.com

ও মুত্তাফিক—এই দু'টি ক্যাডার-স্তরে বিভক্ত করা হত। কিন্তু বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের জন্য এ ধরনের স্তর বিভাগের কার্যকারিতা লোপ পায়। ফলে আইডিএল এ ধরনের ক্যাডার-স্তরের পরিবর্তে গণভিত্তিক সাংগঠনিক পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং সদস্যদের সমমর্যাদা দিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত কাউন্সিল ও নির্বাহী কাঠামো গ্রহণ করে। অবশ্য পুরোপুরি গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সাংগঠনিক কাঠামো সত্ত্বেও যাতে কাঙ্খিত যোগ্যতা, প্রজ্ঞা, ইসলামী জ্ঞানও আচরণ এবং নৈতিক-মানের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, সে উদ্দেশ্যে সদস্য-দের মধ্যে যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

১৯৪১ থেকে ১৯৭১—এই দীর্ঘ তিন দশক পর্যন্ত উপমহাদেশে যে ইসলামী আন্দোলন চলেছে, তার সুপ্রতিষ্ঠিত কাজের পদ্ধতি তথা রোকন মুত্তাফিক বিভাগ কতগুলো বিশেষ কারণে আইডিএল পরিত্যাগ করে।

প্রথমতঃ জামায়াতে ইসলামী যে ক্যাডার পদ্ধতি চালু করেছিল অনুরূপ পদ্ধতির প্রচলন কোন ইসলামী দলের জন্য ফরজ-ওয়াজিব নয়। কোরআন-হাদীসেও রুকন, রফিক, মুত্তাফিক ইত্যাদি ক্যাডার-স্তরে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের বিভক্ত করা হয়নি। রসূলের (সঃ) পরিচালিত আন্দোলনে এ ধরনের স্তর সৃষ্টির কোন দৃষ্টান্ত নেই। প্রয়োজনের তাগিদে ও কাজের সুবিধার্থেই একদিন জামায়াতে ইসলামী এ স্তর বিভাগ এবং এজন্য সংশ্লিষ্ট পরিভাষা গ্রহণ করেছিল। যেহেতু এটা নিছক টেকনিক্যাল ব্যাপার, তাই প্রয়োজনে তা অবশ্যই পরিবর্তন করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ বিশ্বের প্রায় সব দেশেই ইসলামী আন্দোলন রয়েছে এবং সে সব আন্দোলনেরও ক্যাডার বা কাঙ্খিত মানের কর্মী বাহিনী রয়েছে ; কিন্তু এসব আন্দোলনের স্তর বিভাগ, স্তর বিভাগের প্রক্রিয়া ও পরিভাষা প্রায়ই এক নয়। সব দেশের সব ইসলামী আন্দোলনের ক্যাডারদের যে আনুষ্ঠানিক স্তর বিভাগ রয়েছে তা-ও নয় ; তেমনি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আলাদা পরিভাষা ব্যবহৃত হচ্ছেনা।

বাস্তব ব্যাপার এই যে, কেবলমাত্র ক্যাডার বিভাগের কেতাবী পদ্ধতি কোন সংগঠনকে ইসলামী আন্দোলনে পরিণত করতে পারে না। কারণ, ব্যক্তি ব্যক্তিকে ফাঁকি দিয়ে ক্যাডার-স্তর পার হয়ে সামনে এগিয়ে আসতে

www.pathagar.com

পারে। তা'ছাড়া যারা জামায়াতের রোকন নন, তাঁদের সকলেরই নৈতিক মান জামায়াত-রোকনদের নীচে, এরূপ দাবী করারও কোন যৌক্তিকতা নেই। জামায়াতে ইসলামীও কখনো এরূপ দাবী করেনি।

তৃতীয়তঃ অভিজ্ঞতার বিচারে জামায়াতের ক্যাডার পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে। এক সময় এ পদ্ধতি কার্যকর ছিল বটে, কিন্তু সময় এগিয়ে এলেও এ পদ্ধতি এখনো পশ্চাতে পড়ে রয়েছে। ফলে এ পদ্ধতি বহাল রেখে যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের ইসলামী আন্দোলনে নিয়ে আসা কঠিন হয়ে পড়ে। এ পদ্ধতির জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতার কারণে রাজনৈতিক ময়দানে নেতৃত্ব দানের যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের দলে যোগদানের সাথে সাথে সংগঠনের সদস্য (রোকন) পদ দানের কোন সুযোগ নেই। অথচ একটা গতিশীল আন্দোলনের জন্য এদেরই সর্বাধিক প্রয়োজন। কারণ, সমাজ পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে কোন সংগঠনের পক্ষে ইসলামী রাষ্ট্র ত দূরের কথা, কোন প্রকার রাষ্ট্রই পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

জামায়াতের এই পদ্ধতি মেনে নিয়ে কোন যোগ্যতাসম্পন্ন লোক সংগঠনে এলেও সহসাই সংগঠনে তাকে খাপ খাইয়ে নেয়া এবং তার যোগ্যতা থেকে সংগঠনকে উপকৃত করা আদৌ সম্ভব ছিল না। অথচ খোদ রসূলের (সঃ) জিন্দেগীতে যোগ্য লোকদের ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে ইসলামী আন্দোলনে খাপ খাইয়ে নেয়ার উদাহরণই বিদ্যমান। রসূলের (সঃ) সময়ে কোন গোত্র তাদের নেতাসহ ইসলাম গ্রহণ করলে সে নেতাকেই সংশ্লিষ্ট গোত্রের নেতৃত্বে বহাল রাখা হত, এই সাথে কেবল তাদের জন্য প্রশিক্ষক (নেতৃত্বের নয়, ইসলামী জ্ঞান ও কর্মের) নিয়োগ করা হত মাত্র। শুধু তাই নয়, আগের নেতা মুসলমান না হলে নব দীক্ষিত মুসলমানদের মধ্য থেকে 'নেতৃত্বের জন্য উপযুক্ততম ব্যক্তিকেই নেতৃত্ব দেয়া হত—বাইরে থেকে পুরনো প্রশিক্ষিত কাউকে নেতা বানিয়ে চাপিয়ে দেয়া হত না। হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) প্রথমে মক্কার কাফেরদের নেতা ছিলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন সে মুহূর্তেই রসূল (সঃ) তাঁকে মক্কার মুসলমানদের নেতা করে দিলেন এবং তাঁর ঘরকে সকলের জন্য নিরাপদস্থল ঘোষণা করে তাঁকে বিশেষ মর্যাদা দিলেন। এসব ক্ষেত্রে রসূলের (সঃ) নীতি

www.pathagar.com

ছিল ঃ "খিয়ারুকুম ফিল জাহেলিয়াতে খিয়ারুকুম ফিল ইসলাম।" অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে জাহেলিয়াতের জমানায় যারা উত্তম (শ্রেষ্ঠতর অর্থে) বলে পরিগণিত হত, ইসলাম গ্রহণের পরও তারাই উত্তম (শ্রেষ্ঠতর)।"

এ প্রসঙ্গে একটি কথা অনস্বীকার্য যে, জন্মগত যোগ্যতার অভাব কেবলমাত্র প্রশিক্ষণের দ্বারা আর নেতার অভাব ক্যাডার দ্বারা পূরণ হতে পারে না। আল্লাহ যাকে যে কাজের যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তার নিকট থেকে সেই কাজই আদায় করতে হবে। এটাই ইনসাফ এবং প্রকৃতির দাবী। নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ যে সংগঠনে নেই, সে সংগঠনের পক্ষে তাবলীগী ধরনের লাখ লাখ লোকের সমাবেশ ঘটানো সম্ভব হলেও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়—রাষ্ট্র চালাবার যোগ্যতাই যাদের নেই, তাদের পক্ষে ইসলামী, সেক্যুলার বা কম্যুনিষ্ট কোন ধারনের রাষ্ট্র চালনোই সম্ভব নয়। আর কোন দলের ক্যাডার ব্যবস্থা যদি এমন হয় যে, ইসলামী আন্দোলন করতে চাইলে একটি দলের জিলা সভাপতি হবার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে ইসলামী দলে এসে সর্ব প্রথমে তুলনামূলক ভাবে খুবই কম যোগ্যতার অধিকারী কোন সাব-ইউনিট সভাপতির অধীনে কাজ করতে হবে, তাহলে তা শুধু নবাগত ব্যক্তিকেই ইসলামী আন্দোলনে নিরুৎসাহিত করবে না, বরং ঐ সাব-ইউনিট সভাপতির জন্যও এটা ভীষণ অস্বস্তির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। ঠিক এই কারণেই দীর্ঘদিনের আন্দোলনেও জামায়াতে নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের আগমন কম ঘটেছে।

এই বাস্তব ত্রুটি দূর করে আইডিএল একটি গতিশীল, গণমুখী ও গণতান্ত্রিক সাংগঠনিক পদ্ধতি চালু করেছে। ফলে যোগ্যতাসম্পন্ন লোকেরা এখানে আসছেন, এসে ইসলামী পরিবেশ, বন্ধু-সহযোগীদের সাহচর্য ও সহায়তা এবং সাংগঠনিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সার্বিকভাবে ইসলামী গুণাবলী অর্জন করছেন।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি কথা স্মর্তব্য যে, পাকিস্তান আমলে জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীগণ প্রকাশ্যেই বলতেন ঃ "ফিরিশতা বা খাঁটি মুসলমান হয়ে জামায়াতে আসিনি, খাঁটি মুসলমান হবার উদ্দেশ্যে এসেছি। জামা-

www.pathagar.com

য়াতের ইসলামী পরিবেশ ও প্রশিক্ষণ আমাদের ধীরে ধীরে খাঁটি মুসলমান বানাবে।" এ ধারণা পুরোপুরিই সঠিক ছিল।

কেউ কেউ মনে করেন যে, ইসলামের কাজ করতে হলে আগে খাঁটি মুসলমান হতে হবে। কিন্তু পাকিস্তান আমলে জামায়াত নেতা-কর্মীগণ বলতেন, "খাঁটি মুসলমান হয়ে কাজে নামা সম্ভব নয়, বরং খাঁটি মুসলমান হবার জন্যই ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে; ময়দানই আমাদের মুসলমান বানাবে।" সাবেক পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর উত্তরাধিকারী আইডিএল জামায়াতের এ সঠিক ধারণা গ্রহণ করেছে।

গণভিত্তিক সংগঠন

আইডিএল-এর সাংগঠনিক কাঠামো পুরোপুরি গণমুখী। জনগণ হচ্ছে এ সংগঠনের ভিত্তি। আঠার বছর বা তদূর্ধ বয়স্ক যে কোন বাংলাদেশী মুসলিম নাগরিকের জন্য এর সদস্য পদ উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। সংগঠনের নীতি-আদর্শ-কর্মসূচীর সাথে একমত হয়ে এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বাস্তবায়নের শপথ নিয়ে যে-কেউ আইডিএল-এর সদস্য হতে পারেন—এজন্য অন্য কোন পূর্বশর্ত আরোপ করা হয়নি। ইসলামী আন্দোলনের দরোজা সকলের জন্য উন্মুক্ত, তাই ইসলামী সংগঠনে প্রবেশাধিকারের ব্যাপারেও তারতম্য করা আইডিএল সঙ্গত মনে করেনি। এমনকি যে কোন ইসলাম বিরোধী সংগঠনের সদস্য বা নেতা-কর্মীও তাঁর পূর্ববর্তী আদর্শ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্জন করে আইডিএল-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য-আদর্শ গ্রহণ করে নিজের ও সমাজের কল্যাণের প্রচেষ্টায় শরীক হতে পারেন। তবে এ সংগঠনের অন্তর্ভূক্ত হবার সাথে সাথে তাঁকে ইসলামী জীবন ধারা পালনের ন্যূনতম শর্তাবলী মেনে চলার নৈতিক দায়িত্ব স্মরণ করিয়া দেয়া হয়। সাংগঠনিক বৈষম্য-প্রাচীর সৃষ্টির মাধ্যমে নয়, বরং নৈতিক চাপের দ্বারাই তাঁদের একটি ইসলামী সংগঠনের উপযোগী জ্ঞান-ও কর্মের দিকে উদ্বুদ্ধ করা হয় যার অভাবে ইসলামী সংগঠনের পরিবেশে একজন সদস্য নিজেই সঙ্কুচিত হতে বাধ্য।

www.pathagar.com

এভাবে মানবিক দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতাকে বাস্তব ধরে নিয়েই আইডিএল ইসলামী আন্দোলনে প্রতিটি মুসলমানের শরীক হবার অধিকার স্বীকার করে নিয়েছে। এভাবে সংগঠনে আগমনের জন্য যেরূপ সকলের অধিকার স্বীকার করে সবগুলো দরোজা উন্মুক্ত রাখা হয়েছে, তেমনি যে কারো বেরিয়ে যাবার অধিকারও রয়েছে যা একটা গতিশীল ও নিয়মতান্ত্রিক সংগঠনের অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য। কারণ, জোর জবরদস্তি করে বা কৌশলে আটকে রেখে কারো দ্বারা ইসলামী আন্দোলন করানো চলে না।

একদিকে আইডিএল-এর সদস্যপদ সমস্ত মুসলমানের জন্য উন্মুক্ত করে রাখা হয়েছে, অন্যদিকে গ্রাম ও মহল্লা পর্যায় পর্যন্ত সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যাতে একটি সর্বাত্মক গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়। এছাড়া সংগঠন পরিচালনা পদ্ধতিকে যে কোন ধরণের কোটারী ব্যবস্থা বর্জন করে পুরোপুরি গণতান্ত্রিক রাখা হয়েছে যাতে সত্যিকারের ত্যাগী ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা অগ্রসর হয়ে আসতে পারেন এবং সঙ্কীর্ণ, অলস ও নামসর্বস্ব নেতৃত্ব-বিলাসী লোকেরা আপনা আপনিই পিছনে পড়ে যায়। একটা জীবন্ত ও গতিশীল সংগঠনের জন্য এ প্রক্রিয়া হচ্ছে অপরিহার্য এবং প্রক্রিয়াকে এজন্য সহজতর করা হয়েছে যাতে ব্যক্তি বিশেষ বা কিছু ব্যক্তির কারণে সংগঠনের গতি ব্যাহত না হয়।

নিয়মতান্ত্রিক কর্মপদ্ধতি

আইডিএল-এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পুরোপুরি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন। কারণ ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, জনশক্তিই সব চাইতে বড় শক্তি—জনতার অস্ত্রই সব চাইতে শক্তিশালী অস্ত্র যার নিকট পারমাণবিক বোমা পর্যন্ত নিতান্তই তুচ্ছ। আর জনগণকে দৈহিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই সংগঠনে পাওয়া যেতে পারে কেবলমাত্র নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে। কারণ, সন্ত্রাসবাদ ও ষড়যন্ত্রের দ্বারা জনগণকে হয়ত ভীতির মুখে সমর্থনে আনলেও আনা যেতে পারে, কিন্তু তা হয় নিতান্তই দৈহিক—মানসিক নয়। এ ধরণের কর্মপদ্ধতি অবলম্বনকারী সংগঠন জন-

www.pathagar.com

গণের কল্যাণ সাধান ত দূরের কথা, যে কোন মুহূর্তে স্বয়ং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে পারে। আর ইসলাম যেহেতু দ্বীনের ব্যাপারে জোর জবরদস্তি পসন্দ করেনা, তাই আইডিএল সন্ত্রাসবাদ ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতির পুরো-পুরি বিরোধী। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইরানে যে ইসলামী আন্দোলন সফল হয়েছে তা-ও ছিল পুরোপুরি গণভিত্তিক ও নিয়মতান্ত্রিক। শাহ-বিরোধী আন্দোলনে ইরানের মুসলমানরা শহীদ হয়েছে, কিন্তু সন্ত্রাস-বাদের আশ্রয় নেয়নি।

আমাদের দেশে কোন কোন দল হচ্ছে প্রবীণ প্রাধান্যযুক্ত বা নেতা-সর্বস্ব, আবার কোন কোন দল নবীন প্রধান্যযুক্ত বা কর্মী সর্বস্ব। কিন্তু সমাজে যেহেতু সব ধরনের লোক রয়েছে, তাই গণভিত্তিক বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণে আইডিএল-এ নবীন-প্রবীণ এবং নেতা-কর্মী. সব ধরনের লোকের সমাহার ঘটে আইডিএলকে একটা গতিশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ সংগঠনে পরিনত করেছে—প্রবীণের প্রজ্ঞা এবং নবীনের কর্মতৎপরতা ও প্রানচঞ্চল্যের একত্রিত সমাহার আইডিএল-কে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করেছে।

গণমুখী কর্মসূচী

অতীতে (সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে) বাংলাদেশে ইসলামী আন্দালনে. প্রশিক্ষন ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে যথাযথ অনুপাত বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। প্রশিক্ষণের ওপর প্রয়োজনাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপের ফলে এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা অতিরিক্ত ভারী হবার কারণে এ নিয়ে ইসলামী আন্দো-লনের নেতা-কর্মীদের এত বেশী ব্যস্ত থাকতে হত যে, বাস্তব রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁরা মনোসংযোগের খুব একটা সুযোগ পেতেন না। ফলে রাজনৈতিক ময়দানে ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের বক্তব্যে বস্তুনিষ্ঠতার পরিবর্তে তাত্বিকতা প্রাধান্য লাভ করত, যার ফলে জনগণের সকল সমস্যার সমাধান ইসলামে রয়েছে—এই তত্বের প্রতিফলনে বাস্তব সমস্যাদির সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট সমাধান নির্দেশ না করার কারণে ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীগণ তাদের সমস্যাবলীর সমাধানের যোগ্যতা রাখেন বলে জনগণের

www.pathagar.com

বিশ্বাস হত না। তাছাড়া আর দশটি বিষয়ের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীগণ জনগণের বাস্তব সমস্যাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন বলেও তাদের মনে হত না। তাই জনগণ তাঁদেরকে পুরোপুরি আপন—নিজেদের কাতারের লোক, সুখ-দুখের সমভাগী ও সমব্যথী বলে মনে করতে পারেনি। এ কারণে—গণমুখী বক্তব্যের অভাবে তথা জনগণের কথা জনগণের হয়ে বলতে না পারার কারণে তাঁরা জনগণকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হননি। তাই যারা কেবলমাত্র জনগণের সমস্যার কথা নিয়েই হাজির হয়েছে, তাদেরই জনগণ গ্রহণ করেছে।

এখানে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, বাংলাদেশের মুসলিম জনসাধারণ স্বভাবতঃই ধর্মভীরু। মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব, ওয়াজ মাহফিল, ইসলামী সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ও সমাবেশ-সম্মেলন এ দেশে সব সময়ই একটা ইসলামী পরিবেশ বজায় রেখেছে। পৃথিবীর বহু মুসলিম দেশের তুলনায় বাংলাদেশে নামাজীর অনুপাত বেশী, কোরআন শিক্ষার অবস্থাও তেমনি। অন্যদিকে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অনৈতিকতা-অনাচার এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার বিষময় প্রভাব আনুপাতিক হারে কম। দেশের সাধারণ মুসলিম জনগণ নিজেদের মুসলমানই মনে করে—এই পরিচিতির অনুভূতি তাদের মনে অত্যন্ত প্রবল। তাদের মধ্যে যে সব দোষক্রটি লক্ষ্য করা যায়, ইসলামী রাষ্ট্রের অবর্তমানে এবং ইসলামী সংগঠনের দ্বারা সংগঠিত নয় এমন একটি সমাজে তা খুবই স্বাভাবিক। তাছাড়া যারা অপরাধ করে তাদেরও, মুষ্টিমেয় তথাকথিত প্রগতিবাদী ছাড়া, সবাই-ই তাদের অপরাধকে অপরাধ বলেই জানে এবং এদের অনেকেই অপরাধ থেকে বাঁচার চেষ্টা করে।

সর্বোপরি বাংলাদেশের মুসলমানদের ইসলামের প্রতি দরদ সমস্ত প্রশ্নের উর্ধে—ইসলামের নামে তারা জীবন দিতে প্রস্তুত। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে ইসলামের নামে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট চাওয়া হলে বাংলাদেশের শতকরা আটানব্বই ভাগ মুসলমান পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়ে উপমহাদেশে বিস্ময়কর রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল। আয়ুবের আমলে ইসলামকে বিকৃত করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে এদেশে যে বিক্ষুব্ধ গণপ্লাবন সৃষ্টি হয়েছিল তাতে শুধুমাত্র এর নায়ক ইসলামিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের ডাইরেক্টর ডক্টর ফজলুর রহমানই ভেসে

www.pathagar.com

যায়নি, বরং খোদ প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের গদীরও ভিত নড়ে যায়। তেমনি লাহোরে কোরআন পোড়ানোর প্রতিবাদে এখানে ভুট্টো-বিরোধী যে তুমুল বিক্ষোভ হয় তা-ও এক ঐতিহাসিক ঘটনা। অতঃপর জামায়াতে ইসলামীর আহ্বানে ইসলামের শক্তি প্রদর্শনের লক্ষ্যে ১৯৭০ সালের ৩১শে মে ইসলামী গণ-জাগরণ দিবসেও বাংলাদেশের মুসলমানরা লাখে লাখে রাস্তায় নেমে এসেছিল। এর পর চুহাত্তরে কুখ্যাত দাউদ হায়দারের বিরুদ্ধে যে স্বতঃস্ফূর্ত গণ-আন্দোলন হয়, তা-ও কারো ভুলবার নয়। সব শেষে পচাত্তরের দু' দু'টি বিপ্লবের পর যে গণ-উল্লাস সবাই প্রত্যক্ষ করেছে তা'তেও ছিল ইসলামেরই শ্লোগান।

এই যেদেশের মুসলমানদের ইসলামের সাথে সম্পর্ক, তাদের নতুন করে মুসলমান বানাবার যৌক্তিকতা বা প্রয়োজন কোনটাই নেই। তাদের মধ্যে যেটুকু অসম্পূর্ণতা রয়েছে সেটুকু কোন গণভিত্তিক ইসলামী সংগঠনে তাদের শামিল করে নিয়ে আংশিকভাবে এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পুরোপুরি পূরণ করা সম্ভব। তবে যারা ইসলামী রাষ্ট্র গড়বেন এবং পরিচালনা করবেন তাঁদেরকে অবশ্যই প্রশিক্ষণ দিতে হবে, এতে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু এজন্য কোন জটিলতার আশ্রয় নেয়া নিরর্থক, বরং লক্ষ্যের পথে অন্তরায় স্বরূপ। আর এ প্রশিক্ষণে আদর্শিক এবং সাংগঠনিক বিষয়ের পাশাপাশি রাজনৈতিক বিষয়ও যথাযথ গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভুক্ত থাকা দরকার যার গুরুত্ব অতীতে ইসলামী আন্দোলনে খুব কমই দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের এই ইসলামী পরিবেশ এবং জনগণের ইসলামী চরিত্রের পাশাপাশি একটি দুঃখজনক দিকও রয়েছে—যা অতীতে খুবই বেশী ছিল। দীর্ঘ কালের রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনিবার্য ফলশ্রুতি এবং একশ' নব্বই বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পিত প্রচেষ্টার পরিণতিতে এ দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি থেকে ইসলাম অন্তর্হিত হয়ে যায় এবং ইসলামে রাজনীতি-অর্থনীতি আছে—এই বিশ্বাসেরই বিলুপ্তি ঘটে। তবে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলনের সব চাইতে বড় সাফল্য এই যে, ইসলাম-পন্থী ও ইসলাম-বিরোধী নির্বিশেষে সকলের নিকট থেকেই ইসলামী রাজনীতি-অর্থনীতির স্বীকৃতি আদায় সম্ভব হয়েছে।

www.pathagar.com

ইসলামের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক কম-বেশী আমাদের সমাজ জীবনে বাস্তবায়িত রয়েছে। কিন্তু ইসলামী রাজনীতি-অর্থনীতি এখনো বিশ্বাসের পর্যায় পেরিয়ে বাস্তবে রূপায়িত হতে পারেনি। অথচ ইসলামের এ দু'টি দিকই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই আজকের সর্বাধিক প্রয়োজন জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামের বাস্তব রূপায়ণ তথা জনগণের বাস্তব সমস্যার সমাধানের জন্য আন্দোলন করা। এ জন্য চাই, তত্ত্বভিত্তিক নয়, তথ্যভিত্তিক এবং কেবল আদর্শিক নয়, বরং বস্তুনিষ্ঠ কর্মসূচী নিয়ে গণ-আন্দোলন। জনগণকে বুঝতে দেয়া দরকার যে, ইসলামী রাষ্ট্র মানে চোরের হাত-কাটা নয়, বরং চুরির প্রয়োজনীয়তার বিলুপ্তি ঘটানো। মানুষ চায় তার খাওয়া-পরা, বাসস্থান ও শিক্ষা-চিকিৎসা সমস্যার সুস্পষ্ট সমাধান—মানুষ তার ন্যায্য অধিকার ফিরে পেতে চায়; এ অধিকার আদায়ের জন্য যে শ্লোগানে আন্দোলন করা হোক না কেন, জনগণ তাকেই গ্রহণ করবে। তাই জনগণকে বুঝতে দেয়া দরকার যে, তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের আন্দোলন ইসলামী আন্দোলনেরই অন্তর্ভূক্ত—ইসলাম এটাই চায়। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে আইডিএল গণমুখী সংগঠন গড়ে তুলে গণ-আন্দোলন করার উপযোগী কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, ইরানে যে ইসলামী বিপ্লব সফল হয়েছে, তা কেবলমাত্র জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন হিসেবেই সফল হতে পেরেছে। অবশ্য ইরানের ইসলামী আন্দোলন সফল হবার আগেই আইডিএল বাস্তবতার আলোকে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং তার ভিত্তিতেই অগ্রসর হচ্ছে।

আইডিএল কি চায়

ইসলামের মৌল বিশ্বাসের ভিত্তিতে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তোলা তথা আল্লাহ্‌র জমিনে আল্লাহ্‌র দেয়া জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব। অন্যদিকে একটি দেশ সর্বপ্রকার বিজাতীয় প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত এবং স্বাধীন

www.pathagar.com

সার্বভৌমত্ব পূর্ণ গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত না হলে সে দেশে ইসলামী জীবন বিধানের পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এই সত্য ও বাস্তবতাকে সামনে রেখে আইডিএল তার সংগঠনিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারন করেছে। তাই আইডিএল-এর সংবিধানে (ক) বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সকল প্রকার আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক হুমকী থেকে নিরাপদ করা, (খ) দায়িত্বশীল নাগরিক এবং চরিত্রবান ও দক্ষ নেতৃত্বের শোষণহীন জনকল্যাণ মূলক রাষ্ট্র গঠন করা, (গ) ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক পন্থায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন এবং (ঘ) বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বকে সুসংহত করার উদ্দেশ্যে মুসলিম জাহানের সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথে ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা—এই চারটি লক্ষ্যও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

আইডিএল একটি আদর্শবাদী সংগঠন। কিন্তু আইডিএল-এর আদর্শ কোন কাল্পনিক আদর্শ নয়। আইডিএল যে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায় তার একটা সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট রূপরেখা রয়েছে। তাই আই-ডিএল সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় কি ধরণের পরিবর্তন আনতে চায় সে সম্পর্কে তার ঘোষণাপত্রে সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছে।

আইডিএল তার কাঙ্খিত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশের সংবিধানে যে সব পরিবর্তন আনা একান্তই জরুরী মনে করে তার মধ্যে রয়েছেঃ আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ও মানুষের প্রতিনিধিত্বের মর্যাদার স্বীকৃতি, কোরআন-সুন্নাহকে আইনের উৎস ঘোষণা এবং জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। আইডিএল জাতি ধর্ম নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি মানুষের জীবন, জীবিকা, সম্পদ, সম্মান, ধর্ম পালন ও প্রচার, মতামত প্রকাশ, সংগঠন ও সমাবেশ তথা সমস্ত মৌলিক মানবাধিকার সুনিশ্চিত করতে চায়। ইসলামের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দেশের প্রতিটি মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান শিক্ষা ও চিকিৎসার নিশ্চয়তা বিধানেও আইডিএল দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এছাড়া নারী সমাজের জন্য ইসলাম প্রদত্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পারিবারিক

www.pathagar.com

অধিকার প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান এবং স্বতন্ত্র নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক অধিকারের সংরক্ষণ আইডিএল এর অন্যতম কর্মসূচী। শ্রমিক-কর্মচারী ও অন্যান্য পেশজীবিদের জীবন ধারণের নিম্নতম প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধানেও আইডিএল দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইডিএল বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে পুরোপুরি মুক্ত করতে এবং বিনা-বিচারে কাউকে আটক রাখা নিষিদ্ধ করতে ওয়াদাবদ্ধ। বিচার ব্যবস্থাকে কোর্টফি-মুক্ত করা এবং সহজ, সরল, ব্যাপক ও গণমুখী করা আইডিএল-এর অন্যতম লক্ষ্য। অন্যদিকে আইডিএল কারাগারকে দণ্ডালয় ও অপরাধের ট্রেনিং কেন্দ্রের পরিবর্তে কয়েদীদের নৈতিক ও মানসিক সংশোধনের কেন্দ্রে পরিনত করতে চায়।

শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রেও আইডিএল-এর সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। আইডিএল দেশে প্রচলিত গোলামী যুগের শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন করে সহজলভ্য গণমুখী, কর্মমুখী ও ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে চায়। শিক্ষক ও সাংবাদিকদের উন্নততর মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা বিধানে আইডি-এল দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

অর্থনৈতিক ব্যাপারেও আইডিএল-এর সুনির্দিষ্ট বক্তব্য রয়েছে। আইডিএল সম্পদে আল্লাহ্‌র মালিকানা এবং মানুষের প্রতিনিধিত্বমূলক ভোগ-ব্যবহারের অধিকারে বিশ্বাসী। তাই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ইসলাম-ভিত্তিক পুনর্বিন্যাস আইডিএল-এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এক্ষেত্রে আইডিএল জাতীয় অর্থনীতির সকল পর্যায় থেকে সুদ-ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন, জাকাত ও ওশর ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, এবং সম্পদ উপার্জন, উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময়, বিনিয়োগ ও ভোগ-ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইসলাম কর্তৃক নিষিদ্ধ যাবতীয় পন্থা বন্ধ করে ইসলাম সম্মত সকল পন্থা খুলে দিতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এছাড়া কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিদেশী মূলধনের ক্ষেত্রে আইডিএল গণমুখী নীতি গ্রহণের পক্ষপাতী।

সমাজে অন্যায়ের প্রতিরোধ ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা আইডিএল-এর অন্যতম লক্ষ্য। তাই দুর্বল, অসহায়, নির্যাতিত, বঞ্চিত ও মেহনতী মানুষের অধিকার

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠাকে আইডিএল অগ্রাধিকার দিয়েছে। অন্যদিকে আইডিএল একটি রুচিবান, সুসংস্কৃতিবান ও সৎকর্মশীল জাতি গঠন করতে চায়। তাই যাবতীয় দুষ্কৃতি, অনৈতিকতা ও অশ্লীলতার বিলুপ্তি ঘটানো এবং সমাজ জীবনে নৈতিকতার পুনরুজ্জীবনে আইডিএল দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ।

দেশের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেও আইডিএল-এর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। এ কারণে আইডিএল বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং সৈনিক-দের মধ্যে নৈতিকতা, জাতীয় চেতনা, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও জিহাদী ভাব-ধারা সৃষ্টি করতে চায়। অন্যদিকে দেশের পররাষ্ট্রনীতিকে আইডিএল স্বাধীন ও বাস্তবমুখী এবং ন্যায়নীতির প্রতীকে পরিণত করতে চায়। সকল জাতির সাথে সমতা, সমমর্যাদা ও ন্যায়নীতি ভিত্তিক বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা, অন্যের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা ও নিজ দেশের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে অন্যের হস্তক্ষেপ বরদাশত না করা এবং বিশেষভাবে মুসলিম জাহানের সাথে অকৃত্রিম ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ও দৃঢ়তর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং পারস্পরিক লেনদেন ও সহযোগিতার সম্প্রসারণকে আইডিএল পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে।

প্রথম কাউন্সিল অধিবেশন ও নেতৃত্বের পরিবর্তন

যে সব সাবেক দল নিয়ে আইডিএল গঠিত হয় তার মধ্যে জামা-য়াতে ইসলামীই ছিল প্রধান অঙ্গদল এবং জামায়াতের নেতা-কর্মীরাই ছিলেন দলের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাছাড়া ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্যে একটি সংগঠনকে পরিচালনার অভিজ্ঞতাও তাঁদেরই বেশী ছিল। কিন্তু এ সত্বেও তাঁরাই ইসলামী আন্দোলনের বৃহত্তর স্বার্থে সর্বাধিক ত্যাগ স্বীকারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। সাবেক নেজামে ইসলাম পার্টির নেতা মওলানা ছিদ্দিক আহমদকে দলের অস্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান করা হল এবং সাবেক পিডিপি নেতা এ্যাডভোকেট শফিকুর রহমানকে করা হল সেক্রেটারী জেনারেল। মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীমকে ভাইস চেয়ার-ম্যান করা হল। যেহেতু ইসলামী আন্দোলন যাঁরা করেন তাঁরা আল্লাহ্‌র

সন্তুষ্টির জন্যই করেন—পদের জন্য নয়, তাই পদ-মর্যাদা নির্বিশেষে ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীগণ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আইডিএল-এর সংগঠন গড়ে তোলার জন্য কাজ করে যেতে লাগলেন।

কিন্তু মওলানা ছিদ্দিক আহমদ ও এ্যাডভোকেট শফিকুর রহমান নেতৃত্ব হারাবার আশঙ্কায় গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে দলের কাউন্সিল অধিবেশন ডাকলেন না। এ অবস্থায় দলের কাউন্সিলারদের পক্ষ থেকে কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করার জন্য রিকুইজিশন নোটিশ দেয়া হল। তাঁরা তাতেও সাড়া দিলেন না। তখন নোটিশ দাতা সদস্যগণ ১৯৭৭-এর ২৩শে অক্টোবর দলের রিকুইজিশন কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করলেন। মওলানা ছিদ্দিক আহমদ ও এ্যাডভোকেট শফিকুর রহমান তা'তে যোগদান করলেন না, ফলে মুষ্টিমের সংখ্যক অনুসারীসহ আইডিএল থেকে বহিষ্কৃত হলেন। সংগঠনের গঠনতন্ত্র মেনে চললে অবশ্যই তাঁদের বহিষ্কারের প্রশ্ন উঠত না। কিন্তু গঠনতন্ত্র বহির্ভূত আচরণ করে তাঁরাই বহিষ্কারের পথ উন্মুক্ত করলেন। তবে সাবেক নেজামে ইসলাম পার্টি ও সাবেক পিডিপি-র অনেকেই তাঁদের শপথ রক্ষা করে আইডিএল-এ থেকে গেলেন।

কাউন্সিল অধিবেশনে মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম ও মওলানা মুহাম্মাদ আবদুস সুবহান যথাক্রমে দলের নতুন চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত হলেন। অতঃপর আইডিএল পূর্ণোদ্যমে তার যাত্রা-পথে এগিয়ে চলল।

জাতীয় রাজনীতিতে আইডিএল-এর ভূমিকা

১৯৭৫ সালের ২৪শে নবেম্বর বঙ্গভবনে পাঁচজন রাজনৈতিক নেতার এক বৈঠক আহ্বান করা হয়। তখনো আইডিএল গঠন করা হয়নি। উক্ত বৈঠকে দেশের ভবিষ্যত রাজনীতি ও গণতন্ত্রে উত্তরনের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা হয়। মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম সেখানে শাসনতন্ত্রের ৪ দফা ইসলামবিরোধী মূলনীতির পরিবর্তনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। অতঃপর যখনই প্রেসিডেন্টের সাথে মওলানার সাক্ষাত হয়েছে, তখনই

www.pathagar.com

তিনি সমাজতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী আদর্শ প্রতিহত করে গণতন্ত্রে উত্তরনের পথ সুগম করার এবং ইসলামী মূলনীতি গ্রহণের জন্য প্রেসিডেণ্টকে পরামর্শ দেন।

শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী ও গণভোট

১৯৭৭ সালে প্রেসিডেণ্ট জিয়াউর রহমান শাসতন্ত্রের মূলনীতিতে পরিবর্তন আনলেন –"ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ"-এর স্থলে "আল্লাহ্‌র প্রতি অবিচল ঈমান ও আস্থা হবে আমাদের সকল কাজের ভিত্তি" যোগ করলেন ও "সমাতন্ত্র"-কে "ন্যায় বিচারের অর্থে সমাজতন্ত্র" করে বিশেষিত করলেন এবং শাসনতন্ত্রের শুরুতে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" যোগ করলেন। যদিও জনগণের ইসলামী সেণ্টিমেণ্টকে নিজের পক্ষে এনে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করাই ছিল প্রেসিডেণ্ট জিয়াউর রহমানের উদ্দেশ্য, তথাপি এ শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী ছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক বিরাট বিপ্লবাত্মক পদক্ষেপ। কার্যতঃ এ সংশোধনীর দ্বারাই বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতি তথা ইসলামী আন্দোলন আইনগত স্বীকৃতি পেল। তাছাড়া ইতিপূর্বে মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম প্রেসিডেণ্টের নিকট বার বার যে দাবী জানিয়েছিলেন, এ সংশোধনী ছিল তার সাথে সামঞ্জস্যশীল তাই এই শাসনতান্ত্রিক সংশোধনীর পদক্ষেপকে আইডিএল-এর পক্ষ থেকে অভিনন্দিত করা হল এবং দেশের সর্বস্তরের তত্তহীদী জনতাও একে সমর্থন জানাল।

কিছুদিনের মধ্যে প্রেসিডেণ্ট জিয়া কিছু উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনাসহ ১৯দফা কর্মসূচী পেশ করলেন। শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী এবং মুসলিম জাহানের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার বিষয়ও এর অন্তর্ভূক্ত ছিল। অতঃপর তিনি এই ১৯দফা প্রশ্নে গণভোটের ব্যবস্থা করলেন। বস্তুতঃ দু' একটি দফা বাদে এ কর্মসূচীতে আপত্তিকর কিছু ছিল না, বরং শাসনতান্ত্রিক সংশোধনীর পক্ষে রায় দান ছিল মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব। যে দু' একটি দফা আপত্তিকর ছিল তার ক্ষতিকারকতার তুলনায় এই শাসনতান্ত্রিক সংশোধনীর গুরুত্ব ছিল হাজার গুণ বেশী। দ্বিতীয়তঃ প্রেসিডেণ্ট জিয়ার ক্ষমতায় থাকা না-থাকা এ গণভোটের রায়ের উপর নির্ভরশীল

www.pathagar.com

ছিল না, কারণ আদৌ এ প্রশ্নে গণভোট আহবান করা হয়নি—যদিও কেউ কেউ ভ্রান্তি বশতঃ এরূপ মনে করেছিল। কিন্তু জনগণের রায়ে ১৯দফার নামে শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী প্রত্যাখ্যাত হলে এদেশে ইসলামী আন্দোলনের আইনগত অধিকার বাতিল হয়ে যেত। তৃতীয়তঃ গণভোটে যথেষ্ট সাড়া না পেলে অথবা ক্ষমতাসীন সরকারের দেয়া ১৯দফা বাতিল হলে এটা পরোক্ষভাবে ক্ষমতাচ্যুত বাকশালের প্রতি জনসমর্থন হিসেবে পরিগনিত হত। আর তাহলে তার পরিণাম হত ভয়াবহ। তাই আইডিএল গণভোটকে সফল করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায় যার ফলে শতকরা ৮৭ ভাগ ভোটারের রায়ে শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী পাশ হয়ে যায় যা আরেকটি গণভোট ছাড়া কোন পার্লামেণ্টও আর পরিবর্তন করতে পারবে না।

প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন

এরপর আসে ১৯৭৮ সালের ৩রা জুনের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন। এ নির্বাচনে প্রেসিডেণ্ট জিয়াউর রহমান তাঁর বিজয়কে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুকৌশলে জাতীয় রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন। একদিকে তিনি নিজে বাহ্যতঃ নির্দলীয় থেকেও তাঁর নিজস্ব দল জাগদল গঠন করেন, অন্যদিকে বাকশালী শক্তিকে সামনে এগিয়ে আসার সুযোগ করে দিয়ে সমগ্র জাতীয় রাজনীতিকে বাকশালপন্থী ও বাকশাল-বিরোধী—এই দুই শিবিরে বিভক্ত হবার দিকে ঠেলে দেন এবং নিজেকে বাকশাল-বিরোধী শিবিরের মুখপাত্রে পরিণত করেন। অতঃপর তিনি নিজে প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ইত্যবসরে বাকশালপন্থীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট (গজ) গঠন করে এবং এতদূর শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, এককভাবে কোন একটি বাকশাল-বিরোধী দলের পক্ষে বাকশালের প্রার্থীর মোকাবিলা করা সম্ভব ছিলনা। তাই বাকশাল-বিরোধী শিবির থেকে একজন সর্বসম্মত প্রার্থী দেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু এ সময় প্রেসিডেণ্ট জিয়াউর রহমান ছাড়া কোন সর্বসম্মত বাকশাল-বিরোধী প্রার্থী দেয়া সম্ভব ছিলনা। এ অবস্থায় বাকশাল-বিরোধী জাতীয়তাবাদী ফ্রণ্ট গঠিত হয়

www.pathagar.com

এবং প্রেসিডেন্ট জিয়া তার পক্ষ থেকে প্রার্থী হন।

এই পর্যায়ে এসে আইডিএলকে তার নিজস্ব ভূমিকা নির্ধারণ করতে হয়। আইডিএল-এর সামনে তখন চারটি পথ খোলা ছিল: গজ বা জাতীয়তাবাদী ফ্রণ্টে শরীক হওয়া, নিজস্ব প্রার্থী দেয়া অথবা নীরব থাকা। গজ তথা বাকশাল-পন্থী জোটে আইডিএল-এর যোগদান বা গজ প্রার্থীকে সমর্থনের প্রশ্নই ওঠে না। অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিজের ক্ষমতাকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় রাজনীতিকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করছিলেন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে যেভাবে নিজের স্বার্থে ব্যবহার বা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করছিলেন, তা'তে আইডিএল-এর মত জাতীয় ভিত্তিক আদর্শবাদী দলের পক্ষে তাঁর নেতৃত্বাধীন ফ্রণ্টে যোগদান হত আত্মহননের নামান্তর মাত্র। অথচ বাহ্যিক উপায়-উপাদান ও সাংগঠনিক শক্তির দিক থেকে উক্ত দুই শক্তিশালী মহলের প্রার্থীর মোকাবিলায় নিজস্ব প্রার্থী দিয়ে তাকে জিতিয়ে আনা আইডিএল-এর পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ অবস্থায় দেশের তওহীদী জনতার ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম আইডিএল-এর পক্ষ থেকে প্রার্থী দেয়া হলে অথবা আইডিএল নির্বাচন বয়কট করলে তার ফলে বাকশালী শক্তিই লাভবান হত—যার অনিবার্য পরিণতি হত গৃহযুদ্ধ এবং ইসলামপন্থীদের রাজনৈতিক অধিকারের চিরবিলুপ্তি। তাই সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে আইডিএল জাতীয়তাবাদী ফ্রণ্টের বাইরে থেকে প্রেসিডেন্ট জিয়াকে সমর্থন করে—যার ফলে জনগণের বাকশাল-বিরোধী রায় দান সহজতর হয়।

পার্লামেণ্ট নির্বাচন

আইডিএল-এর সামনে তৃতীয় জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি এসে হাজির হল তা হচ্ছে পার্লামেণ্ট নির্বাচন। ইতিমধ্যেই প্রেসিডেণ্ট জিয়া জাতীয়তাবাদী ফ্রণ্টকে জাতীয়তাবাদী দলে (বিএনপি বা বাজাদল) রূপান্তরিত করেছেন এবং বিভিন্ন বিরোধী দল আরো বিভক্ত হয়েছে। পার্লামেণ্ট নির্বাচন ঘোষণার সাথে সাথে সকল দলের পক্ষ থেকে নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু করার লক্ষ্যে কতগুলো দাবী-দাওয়া পেশ করা হল। কোন কোন

www.pathagar.com

দল সামরিক শাসন প্রত্যাহারের দাবী জানাল। কিন্তু আইডিএল অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবী-দাওয়া পেশ করা সত্বেও যেকোন অবস্থায় নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে বেসামরিক সরকারে উত্তরণের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল এবং মুসলিম লীগের সাথে মিলে গণতান্ত্রিক ইসলামী ফ্রন্ট গঠন করল।

কিন্তু হঠাৎ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তাদের দাবী-দাওয়া মেনে নেয়া না হলে নির্বাচন বয়কটের চরমপত্র দেয়া হল। দেখাদেখি আরো বহু দল নির্বাচন বয়কটের কথা বলল। শেষ মুহূর্তে মুসলিম লীগও দাবী মানার প্রশ্নে নির্বাচন বয়কটের চরমপত্র প্রদান করল। ফলে বিএনপি এবং আইডিএল ছাড়া কোন উল্লেখযোগ্য দল নির্বাচনের পক্ষে থাকল না। এ অবস্থায় অনেকেরই আশঙ্কা ছিল যে, বিরোধী দলের মধ্য থেকে আইডিএল একা নির্বাচনে অবতীর্ণ হতে সাহস পাবেনা। তাই গুরুতর জাতীয় সঙ্কট অনিবার্য দেখে বাকশালী মহল আনন্দে বগল বাজাতে লাগল। কিন্তু আদর্শবাদী দল হিসেবে আইডিএল সুবিধাবাদী ভূমিকা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাল এবং বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে জাতিকে এক গুরুতর সঙ্কট থেকে বাঁচাবার লক্ষ্যে আইডিএল যেকোন ঝুঁকির চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্তে অটল থাকল ও অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করল। শেষ পর্যন্ত আইডিএল-এর এই দৃঢ় ভূমিকার কারণে নির্বাচন নিশ্চিত দেখে অধিকাংশ দাবী না মানা সত্বেও মুসলিম লীগ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের ঘোষণা দিল এবং নির্বাচন বানচাল হল না দেখে আওয়ামী লীগ সহ অন্যান্য দলও নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যত রক্ষা করার স্বার্থে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হল। এভাবে আইডিএল-এর দৃঢ় ভূমিকার ফলেই জাতি এক ভয়াবহ সঙ্কট থেকে রক্ষা পেল।

একটি দুঃখজনক ঘটনা

জাতীয় পার্লামেন্ট নির্বাচনে দলের চেয়ারম্যান মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম সহ আইডিএল-এর ছয় জন প্রার্থী নির্বাচিত হলেন এবং পার্লামেন্টে আইডিএল পঞ্চম বৃহত দলের মর্যাদা লাভ করল। নির্বাচনের পরে আইডিএল-এর সামনে বিরাট কাজ—পার্লামেন্টের ভিতরে-বাইরে জনগণের সমস্যাবলী

www.pathagar.com

নিয়ে সংগ্রাম করে যেতে আইডিএল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আইডিএল এ প্রতিশ্রুতি পূরণে যথাসাধ্য কাজ করে যেতে থাকল। কিন্তু একটি দুঃখজনক ঘটনায় আইডিএল-এর এ সংগ্রামী কর্মতৎপরতা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাহত হয়।

১৯৭৮-এর শুরু থেকেই আইডিএল-এর ভিতর থেকে কেউ কেউ 'জামায়াতে ইসলামী' নামে দল গঠনের মানসিকতা পোষন করতে থাকেন। প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের পরে এই মানসিকতা পোষণকারীরা বিষয়টির ওপর বেশ গুরুত্ব আরোপ করতে শুরু করেন। অবশ্য ইসলামী আন্দোলনের বৃহত্তর স্বার্থে প্রয়োজন বলে মনে করলে আইডিএল-এ রোকুন-মুত্তাফিক পদ্ধতি চালু অথবা আইডিএল এর নাম পরিবর্তন করে 'জামায়াতে ইসলামী' করার প্রস্তাব যে কারো দেয়ার অধিকার ছিল। কিন্তু তাঁরা আইডিএল-এর কার্যনির্বাহক কমিটি বা কাউন্সিলের নিকট এ মর্মে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করেননি। বরং তাঁরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে এই ধারনা দিলেন যে, তাঁদের বিশ্বাস, একটি ঐতিহ্যবাহী সংগঠন হিসেবে 'জামায়াতে ইসলামী'র যে সুনাম রয়েছে শুধু নামটি ব্যবহার করেই তা থেকে ইসলামী আন্দোলন যথেষ্ট উপকৃত হতে পারে; তাই এ নামটি ব্যাবহার করা দরকার। আইডিএল-এর বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ পেশ না করে তারা শুধু "একটি নাম ব্যবহারের উপকারিতা"র মধ্যেই তাঁদের বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখলেন। তাঁরা বললেন যে, জামায়াত নামে 'এ কারণে' সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হলেও ইসলামী আন্দোলন "এক"-ই থাকবে—দুই হবে না।

এটা কিসের লক্ষন তা আইডিএল নেতৃবৃন্দের অবোধগম্য না থাকলেও যে বক্তব্যটি 'সদুদ্দেশ্য প্রনোদিত" হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, তাকে "খারাপ উদ্দেশ্য প্রনোদিত" বলে চিত্রিত করা হলে নিয়তের উপরে হামলা করা হত, এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা নিজেদের উদ্দেশ্য গোপন রেখে উল্টো নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে পানি ঘোলা করার সুযোগ পেতেন। তাই তাঁদের নিয়ত তাঁদের নিজেদেরই প্রকাশ করতে দেয়ার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আইডিএল নেতৃবৃন্দের কোন করনীয় ছিলনা।

আটাত্তরের ছয়ই জুলাই থেকে করাচীতে রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর

www.pathagar.com

এশীয় সম্মেলন শুরু হয়। আইডিএল চেয়ারম্যান মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহিম, সেক্রেটারী জেনারেল মওলানা মুহাম্মাদ আবদুস সুবহান, অন্যতম ভাইস চেয়ারম্যান জনাব আবদুল খালেক (মরহুম) এবং বিশিষ্ট নেতা এ্যাডভোকেট সা'দ আহমদ এতে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁদের এই বিদেশ অবস্থান কালে দলের অন্যতম ভাইস চেয়ারম্যান জনাব আব্বাস আলী খান "পদ্ধতিগত মত পার্থক্যের" কথা বলে পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে আইডিএল থেকে পদত্যাগ করেন এবং "জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ" নামে একটি দল গঠনের জন্য সরকারের আইন ও পার্লামেণ্টারী মন্ত্রণালয়ে পিপিআর-এর অধীনে কাগজপত্র জমা দেন। এরপর আইডিএল-এর এগ্রিকালচার সেক্রেটারী জনাব শামসুর রহমানসহ আরো চারজন সদস্য আইডিএল থেকে একই কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করে জনাব খানের সাথে যোগ দেন। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী নামে দল গঠনের অনুমতি পেতে তাঁরা ব্যর্থ হন।

ইতিমধ্যে পার্লামেণ্ট নির্বাচন এসে যায় এবং সকল দলকে নির্বাচনে অংশ নেয়ার সুযোগ দানের জন্য সরকার পিপিআর তুলে দেন। ফলে 'জামায়াতে ইসলামী' নামে দল গঠনের জন্য আর অনুমতির প্রয়োজন থাকল না। তাই ইচ্ছে করলেই তখন জামায়াতের নামেই জনাব খান এবং তাঁর সহগামীরা নির্বাচনে অবতীর্ণ হতে পারতেন। কিন্তু তার পরিবর্তে তাঁরা রহস্যপূর্ণভাবে পুনরায় আইডিএল-এ ফিরে এলেন এবং জনাব আব্বাস আলী খান ও জনাব শামসুর রহমান উভয়ই আইডিএল এর টিকেটে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন।

৭৯-র ১৮ই ফেব্রুয়ারী পার্লামেণ্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পর জনাব আব্বাস আলী খান পুনরায় 'জামায়াতে ইসলামী' নামে দল গঠনের উদ্যোগ নিলেন। এবার আরও কিছু লোক আইডিএল থেকে পদত্যাগ করলেন এবং জনাব খান মার্চ মাসে তাদের নিয়ে দলের আহবায়ক কমিটি গঠন করে মে মাসে কনভেনশন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিলেন। যেহেতু তাঁরা এবারও পূর্বেকার মতই ইসলামী আন্দোলনের বৃহত্তর স্বার্থকে তাঁদের উদ্দেশ্য হিসেবে এবং 'দুই সংগঠন এক আন্দোলন'কে নীতি হিসেবে হাজির করলেন তাই তাঁদের এ উদ্যোগ সম্পর্কে আইডিএল নেতৃবৃন্দ নীরবতা অবলম্বন করলেন।

www.pathagar.com

এটা বলাই বাহুল্য যে, জনাব আব্বাস আলী খান যে জামায়াতে ইসলামী গঠনের উদ্যোগ নিলেন তা সাবেক 'পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী'র বাংলাদেশী সংস্করণ ছিল না। কারণ, সাবেক পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের নেতা-কর্মীগণ নিয়মতান্ত্রিক পন্থায়ই আইডিএল-এর মধ্যে জামায়াতের নাম ও কাঠামোর বিলুপ্তি ঘটিয়েছেন। এর পরেও সাবেক পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীকেই 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ' নামে পুনরুজ্জীবিত করতে চাইলে তার একমাত্র পন্থা হতে পারত ৭৬-এর ৫ ও ৬ই আগষ্টের কনভেনশনে জামায়াতের যেসব প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের অথবা সাবেক পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর রোকনদের কনভেনশন ডেকে সেখানে জামায়াত গঠনের প্রস্তাব পেশ করে তাঁদের মতামত গ্রহণ করা। সেক্ষেত্রে কনভেনশনই সিদ্ধান্ত নিত জামায়াত পুনর্জাগরিত হবে অথবা হবে না এবং হলে তা রাজনৈতিক দল হিসেবে হবে, না মিশনারী সংগঠন হিসেবে। কিন্তু তা করলে কনভেনশনের রায় কিছুতেই 'জামায়াতে ইসলামী' নামে দল গঠনের সপক্ষে হত না, এটা সুস্পষ্ট। তাই তাঁরা এ ব্যাপারে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের রোকনদের মতামত গ্রহণের পরিবর্তে নতুন সংগঠন গড়ে তোলার পদ্ধতিতে নিজেরাই জামায়াত গঠনের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং "জামায়াত গঠিত হল" – এই সিদ্ধান্তকে পূর্বশর্ত হিসেবে নির্ধারন করে দিয়ে অতঃপর কনভেনশন ডাকলেন। তথাপি বর্তমান জামায়াতের প্রতিষ্ঠা কনভেনশনেই তাঁদের আহূত লোকেরাই "আইডিএল থাকতে জামায়াতের নামে রাজনীতি করার দরকার কি?" এবং "এ দু'টি দলের মধ্যে সম্পর্ক কি হবে?" এ মর্মে প্রশ্ন তোলেন। এ অবস্থায় বর্তমান জামায়াতের নেতৃবৃন্দ কনভেনশনে এবং পরে তাঁদের দলের মজলিসে শূ'রায় এই দু'টি দলের সমঝোতার কথা ঘোষণা করেন। তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই একটি সমঝোতা ফর্মূলা ঘোষণা করেন যে, আইডিএল ও জামায়াত যার যার মত কাজ করে যাবে—ইসলামী দল হিসেবে সম্ভব হলে পরস্পরকে কর্মক্ষেত্রে সহায়তা করবে, কিন্তু নিদেনপক্ষে কেউ কারো কাজে কখনো বাধার সৃষ্টি করবে না।

বলাবাহুল্য, এতে আইডিএল-এর আপত্তির কিছুই ছিল না এবং আইডিএল

আপত্তি করেওনি। কিন্তু জেলা পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে এ জামায়াতের কোন কোন নেতা তাঁদের সংগঠনকে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী বলে দাবী করতে থাকেন এবং 'এখন থেকে আইডিএল-এর সবাইকে জামায়াত করতে হবে' বলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেন। অন্যদিকে তাঁদের কর্মীরা আইডিএল-এর কাজ কর্মে জবরদস্তির আশ্রয় নিয়ে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

কিন্তু এ সত্বেও আইডিএল জামায়াতের কাজে আজ পর্যন্ত কোথাও বাধার সৃষ্টি করেনি, বরং নিজের কাজ করে যাচ্ছে। কারণ, দেশের সাড়ে সাত কোটি মুসলমানের মধ্যে বর্তমান জামায়াতের মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোক ছাড়াও আইডিএল-এর কাজের জন্য বিরাট ময়দান পড়ে আছে। তাছাড়া আইডিএল ইসলামের সোল এজেন্সীর দাবী কখনো করেনি। তাই আইডিএল তাদের কাজে কখনো বাধা সৃষ্টির চিন্তাও করেনি এবং এখনো করছে না।

একটি অপ্রত্যাশিত আঘাত

মার্চ মাসে আইডিএল থেকে 'জামায়াতে ইসলামী' নামে দল গঠনের উদ্দেশ্য একটি গ্রুপ বেরিয়ে যাবার পরে গত ৮ই এপ্রিল (১৯৭৯) আইডিএল-এর দ্বিতীয় কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সারা দেশ থেকে দলের সাত শতাধিক কাউন্সিলার এবং বহু ডেলিগেট যোগদান করেন, যাদের মধ্যে একটি বিরাট অংশ হচ্ছেন সাবেক পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর রোকন, মজলিসে শূ'রা সদস্য ও কর্মী, বাকী সবাই সাবেক নেজামে ইসলাম পিডিপি, বিডিপি, আইডিপি, ইমারত পার্টি ও খেলাফতে রব্বানীর নেতা-কর্মী। অবশ্য সকল কাউন্সিলাররাই তাঁদের অতীত পরিচিতি ভুলে গিয়ে আইডিএল-এর কাউন্সিলার হিসেবেই এতে যোগদান করেন।

দলের এই দ্বিতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে কাউন্সিলারগণ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি থেকে পদত্যাগ জনিত শূন্য পদগুলো পূরণ করেন এবং সারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আইডিএল-এর সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

এরপর বিভিন্ন স্থানে নবগঠিত জামায়াতের পক্ষ থেকে বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি

www.pathagar.com

করা হলেও তা উপেক্ষা করেই আইডিএল-এর ব্যাপক তৎপরতা চলতে থাকে এবং আইডিএল জামায়াতের সাথে সমঝোতা টিকিয়ে রাখার জন্যে পুরোপুরি ত্যাগ ও ধৈর্য স্বীকার করে। কিন্তু জামায়াতের পক্ষ থেকে সমঝোতা ভেঙ্গে দেবার বরং আইডিএলকে খতম করার জন্য চিন্তাভাবনা চলতে থাকে যার জন্য আইডিএল মোটেই প্রস্তুত ছিলনা।

জামায়াত গঠনের জন্য যারা আইডিএল ত্যাগ করেন তাঁদের মধ্যে ঢাকা মহানগরীর সদস্যদের অনুপাতই ছিল বেশী। ফলে মহানগরীতে নতুন করে কাজ শুরু করা হয়। অতঃপর গত ১৯শে আগষ্ট (১৯৭৯) ঢাকা মহানগরী আইডিএল-এর কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। নবগঠিত জামায়াতের পক্ষ থেকে এ অধিবেশন ব্যর্থ করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এ সত্বেও অধিবেশন পুরোপুরি সফল হয়—গঠিত হয় ঢাকা মহানগরী আইডি-এল-এর এক শক্তিশালী কার্যনির্বাহক কমিটি।

ঢাকা মহানগরীতে আইডিএল-এর এ সাফল্য নবগঠিত জামায়াতের আইডিএল-এর মৃত্যুকামী গ্রুপটিকে চিন্তিত করে তোলে। এ অবস্থায় তারা তাদের সংগঠনের মজলিসে শুরায় "আইডিএল-কে বন্ধ করে দেয়ার" হাস্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং আইডিএল-এর ছয় জন এমপি বাদে বাকী সবাইকে জামায়াতে যোগদান করতে হবে বলে উদ্ভট নির্দেশ জারী করেন। এভাবে তাঁরা নিজেদের দেয়া সমঝোতা ফর্মুলাকে নিজেরাই ছিন্ন বিছিন্ন করে ফেলেন।

২০শে আগস্ট তারিখে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর মজলিসে শু'রায় আইডিএল-কে বন্ধ করে দেয়ার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাতে "এ জামায়াত ত্যাগ ইসলাম ত্যাগের শামিল" বলে ফতোয়া দেয়া হয়। অবশ্য এর পূর্বেই আইডিএল নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন বিভ্রান্তিকর অব্যাহত অপপ্রচার শুরু করা হয়। আর ৮ ও ৯ই সেপ্টেম্বরের আইডিএল কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সফল অধিবেশনের পরে তারা "জামায়াতে ইসলামী ও আইডিএল" নামে একটি বিভ্রান্তিকর পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এ ছাড়া কোন কোন জায়গায় তাঁরা তাঁদের শু'রার সিদ্ধান্ত আইডিএল-এর ওপর

www.pathagar.com

জোর জবরদস্তি করে চাপিয়ে দেয়ারও চেষ্টা করেন। কিন্তু সকল অপচেষ্টাই ব্যর্থ হয়—আইডিএল নবোদ্যমে তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়।

আইডিএল-এর নবযাত্রা

পার্লামেণ্ট নির্বাচনের পরে আইডিএল থেকে কিছু লোক বেরিয়ে গিয়ে "জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ" নামে একটি নতুন দল গঠন করলে তাতে আইডিএল-এর পথযাত্রা কিছুটা বাধাগ্রস্ত হলেও আন্দোলনের শক্তি ও গতি কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি, বরং যে ক'জন লোক বেরিয়ে গেছেন তার তুলনায় অনেক বেশী লোক এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করে আইডিএল-এর আন্দোলনকে আরো জোরদার করে তোলেন।

ঠিক এই পরিক্রমায় গত ৮ ও ৯ই সেপ্টেম্বর (১৯৭৯) আইডিএল-এর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির অধিবেশন আহ্বান করা হয়। এ অধিবেশন বানচাল করার জন্য নবগঠিত জামায়াতের একটি গ্রুপ যথাসাধ্য চেষ্টা চালায়। তারা জামায়াতে মজলিসে শূ'রার ফতোয়া এবং আইডিএল নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার চালাতে থাকে। কিন্তু এ সত্বেও অধিবেশন পুরোপুরি সফল হয়। অধিবেশনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা এবং দেশে এক সর্বপ্লাবী ইসলামী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দেশের প্রতিটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে আইডিএল-এর সংগঠন প্রতিষ্ঠার ও শীঘ্রই দলের তৃতীয় জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ইতিপূর্বেই ঢাকা মহানগরী আইডিএল-এর কাউন্সিল অধিবেশনে শক্তিশালী কার্যনির্বাহক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এবার কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অধিবেশন সামনে রেখে সারা দেশে জেলা, মহকুমা, থানা, ইউনিয়ন/ওয়ার্ড ও গ্রাম/মহল্লা পর্যায়ে দলের ব্যাপক সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। অগত্যা অইডিএলকে ঠেকাবার আর কোন উপায় না পেয়ে নবগঠিত জামায়াত "জামায়াতে ইসলামী ও আইডিএল" নামে বিভ্রান্তিকর পুস্তিকা ছেপে সারা দেশে ছড়াতে শুরু করে। কিন্তু শত চেষ্টা করেও তেমন কোন

www.pathagar.com

উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোককে বিভ্রান্ত করা সম্ভব হয়নি। যাদের বিভ্রান্ত করা সম্ভব হয়েছে তাদেরও অনেকেরই বিভ্রান্তির ঘোর ইতিমধ্যেই কেটে গেছে এবং অনেকেই আইডিএল-এ ফিরে এসেছেন ও আসছেন। এ ধরণের অপ্রত্যাশিত আঘাত ও বাধা-বিঘ্নের ফলে বরং একদিক থেকে আইডিএল-এর উপকারই হয়েছে—সর্বত্র এক নতুন প্রাণ সঞ্চার হয়েছে এবং দুর্জয় প্রতিজ্ঞা নিয়ে দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীগণ কাজ করে যাচ্ছেন। সাথে সাথে আসন্ন কাউন্সিল অধিবেশনে আইডিএল-কে অধিকতর প্রাণবন্ত এবং গণমুখী সংগঠনে পরিণত করে দেশে গণবিপ্লব ঘটানোর লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণের চিন্তাভাবনা চলছে। আইডিএল-এর অগ্রযাত্রা চলছে—চলবেই। দেশে ইসলামী বিপ্লব সংঘটনে আইডিএল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

সমকালীন জাতীয় রাজনীতি ও আইডিএল

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বর্তমানে যেসব দল সাংগঠনিক শক্তির দিক থেকে অত্যন্ত মজবুত আইডিএল তার মধ্যে অন্যতম। জাতীয় পার্লামেণ্টে বিএনপি, আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ ও জাসদের পরেই আইডিএল-এর স্থান। পার্লামেণ্টে আইডিএল থেকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সংখ্যা ৬ জন। পরবর্তী আর কোন দলেরই একজন বা দু'জনের বেশী প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে পারেননি; বলাবাহুল্য যে, তাঁরাও দলের কারণে নয়, বরং ব্যক্তিগত কারণেই নির্বাচিত হতে পেরেছেন।

দেশে উক্ত বড় পাঁচটি দল ছাড়াও ছোট ছোট প্রায় তিন কুড়ি রাজনৈতিক দল রয়েছে। কিন্তু কার্যতঃ জাতীয় রাজনীতিতে এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই নেই। এসব দলের অধিকাংশেরই জাতীয় পার্লামেণ্টে প্রতিনিধিত্ব নেই। এই দলগুলো কখনো কখনো একাধিক গ্রুপে ঐক্যবদ্ধ হয়েও ময়দানে নামে। কিন্তু ফলাফল একই থেকে যায়। তাই প্রকৃতপক্ষে প্রথম পাঁচটি দলই বাংলাদেশের সামগ্রিক রাজনীতিতে নিয়ামক শক্তিরূপে কাজ করছে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে তিনটি প্রধান ধারা চলছেঃ রুশপন্থী, মার্কিনপন্থী ও ইসলামপন্থী ধারা। অধিকাংশ দলই সুস্পষ্টভাবে এই তিনটি

www.pathagar.com

ধারার মধ্যে কোন না কোন ধারার কঠোর অনুসারী। আবার কতগুলো দল এর কোন না কোন ধারার সাথে মোটামুটি সম্পর্কযুক্ত।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা দরকার যে, চীনপন্থী ধারার অনুসারী বলে পরিচিত দলগুলো মূলতঃ মার্কিনপন্থী রাজনীতি করছে—ঘৃণ্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীগোষ্ঠির সাথে সম্পর্কের পরিচিতি নিয়ে এতদ্দেশে রাজনীতি করা সম্ভব নয় বলেই তারা চীনপন্থী সেজেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তৈরী এই নকল-সমাজতন্ত্রীদেরই 'পেন্টাগণপন্থী কম্যুনিষ্ট' বলা হয়। তাছাড়া ইতিমধ্যে খোদ চীনেই রাজনীতির ধারা পরিবর্তিত হয়ে মার্কিন ঘেঁষা হয়ে গেছে। আর এদেশের ভারতপন্থীরা রুশপন্থীদের সাথে অভিন্ন হয়ে গেছে।

দেশে যেসব ছদ্মবেশী এবং মোটামুটি চিহ্নিত মার্কিনপন্থী দল উপদল রয়েছে তার মধ্যে অনেকগুলোই জনগণের মধ্যে কখনোই কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। বিশেষ করে যারা সমাজতন্ত্রের নামে মার্কিনপন্থী রাজনীতি করছে জনগণের সমাজতন্ত্রের প্রতি বিতৃষ্ণার কারণে তারা হালে পানি পাচ্ছেনা। অবশ্য তরুণ প্রাধান্যযুক্ত দু'একটি দল উপদল যথেষ্ট শক্তিশালী বটে—তাদের সাংগঠনিক শক্তি এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীবাহিনীও রয়েছে, তথাপি চরমপন্থা ও সন্ত্রাসবাদ এবং গণবিরোধী ভূমিকা ও দুষ্কৃতির কারণে জনগণ তাদের প্রতি বীত-শ্রদ্ধ। তবে সামগ্রিকভাবে সরকারী নীতিতে মার্কিন প্রভাব বেশী থাকায় এবং অর্থপ্রাচুর্য, বিস্তৃততর সুযোগ সুবিধা ও সাধারণ গণমানুষের কাছে তাদের মার্কিনপন্থী পরিচিতি গোপন রাখতে পারার কারণে সার্বিকভাবে তারা বেশ সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। অবশ্য এদের বিভিন্ন দল-উপদলের মধ্যে পারস্পরিক ঠোকাঠুকি এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণচেতনা এদের অবস্থানচ্যুত করার ব্যাপারে অন্যদের জন্য সহায়ক হবে।

রুশপন্থী ধারার অনুসারীরা 'ভারত-রুশপন্থী' ও 'সরাসরি রুশপন্থী' এই দুই প্রধান বিভাগসহ নেতৃত্বের কোন্দল ও অন্যান্য কারণে বহু দল-উপদলে বিভক্ত। তথাপি সাংগঠনিক শক্তি ও কর্মী-বাহিনীর দিক থেকে কোন কোন রুশপন্থী দল যথেষ্ট শক্তিশালী। কিন্তু অতীতের গণ-বিরোধী ও রুশ-ভারতের

www.pathagar.com

প্রকাশ্য সেবাদাসগিরি ভূমিকার কারণে দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগ মুসলমানদের মধ্যে তাদের জনসমর্থন নেইই বলা চলে। এছাড়া হালে যারা রুশ লাইনে এসেছে তারা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের কারনে জনগণের নিকট ভীতিপ্রদ বিধায় ঘৃণিত। বর্তমানে অবশ্য তারা জনগণের সমস্যা নিয়ে কথা বলছে। কিন্তু জনগণ তাদের বিশ্বাস করতে পারছে না। তাদের তৎপরতার দ্বারা সরকারী দলের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেলেও তাদেয় নিজেদের জনপ্রিয়তা বাড়ছে না; তাই তাদের পক্ষে কোন গণআন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

ইসলামপন্থী ও মুসলিম জাতীয়তাবাদী দলগুলোর মধ্যে মুসলিম লীগ অন্যতম। মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল হিসেবে মুসলিম লীগ ঐতিহাসিক ভাবে সুপরিচিত। বর্তমানে এ দলটি ইসলামী রাষ্ট্রের কথাও বলছে। কিন্তু ইসলামী আন্দোলন হিসেবে মুসলিম লীগের পক্ষে নিজেকে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয় বলেই মনে হয়—অন্ততঃ এখন পর্যন্ত সে ধরণের কোন লক্ষণ পরিস্ফুট নয় বা দলটি সে ধরণের কোন পরিকল্পনাও নেয়নি। দলটি বর্তমানে কিছুটা গণমুখী ভূমিকা পালন করছে বটে, কিন্তু সাংগঠনিক দিক থেকে এখনও আগেকার মতই নেতা-সর্বস্ব দলই রয়ে গেছে। ইতিপূর্বে ক্ষয়িষ্ণু দল হিসেবে পরিচিত মুসলিম লীগ তার হালের গণমুখী তৎপরতার দ্বারা ক্ষয়িষ্ণুতার বদনাম ঘুচিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে একটি উল্লেখযোগ্য দল হিসেবে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে হয়ত সক্ষম হবে, কিন্তু সুস্পষ্ট আদর্শবাদী কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতির অভাব এবং সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে কোন গণ-বিপ্লব ঘটানো মুসলিম লীগের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়।

ময়দানে আর যেসব দল রয়েছে সেগুলোর না কোন গণ-ভিত্তি আছে, না আছে উপযুক্ত নেতৃত্ব। সাংগঠনিক শক্তির দিক থেকেও দলগুলো খুবই দুর্বল। তাই এককভাবেই হোক বা সম্মিলিত ভাবেই হোক, তারা কোন মতেই গণ-আন্দোলন সৃষ্টির ক্ষমতা রাখেনা। আন্দোলনের হাওয়া লাগলে এ সব দলকে হয় কোন বড় দলের পিছনে চলতে হবে, নয়ত নীরব থেকে অধিকতর গণ-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হবে।

www.pathagar.com

এ অবস্থায় আইডিএলই হচ্ছে একমাত্র দল যার রয়েছে (১) জনগণের আশা-আকাঙ্খার অনুকূলে আদর্শিক ও গণমুখী কর্মসূচী, (২) গণভিত্তিক মজবুত সাংগঠনিক কাঠামো, (৩) ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যোগ্যতা সম্পন্ন নবীন-প্রবীনের সমাহারে গঠিত শক্তিশালী কর্মীবাহিনী এবং (৪) গভীর প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার অধিকারী গতিশীল, শক্তিশালী ও গণমুখী আদর্শ নেতৃত্ব। একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গণ-বিপ্লব ঘটাতে হলে এসব উপাদান অপরিহার্য; এবং এর সবগুলোই আইডি-এল-এর রয়েছে। তাই একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, আগামী দিনে এ দেশে গণ-আন্দোলনে একমাত্র আইডি-এলই নেতৃত্ব দিতে পারবে এবং সক্ষম হবে ইসলামী গণ-বিপ্লব ঘটাতে।

বর্তমানে বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিরাজমান তা পুরোপুরি একটি গণ-আন্দোলনের উপযোগী। আওয়ামী লীগ ও জাসদ ইতিমধ্যেই ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু বোধগম্য কারণেই তারা জনগণের কথা জনগণের হয়ে বলেও জনগণকে আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হচ্ছে। মুসলিম লীগও জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করছে, কিন্তু সুবিধা করতে পারছে না। এই মুহূর্তে ময়দানে সর্বাধিক প্রয়োজন ছিল আইডিএল-এর। কিন্তু মাঝ পথে কিছুটা হোচট খাওয়ার কারণে আইডিএল-কে সাংগঠনিক দিকে বেশী নজর দিতে হয়েছে। তবে আসন্ন কাউন্সিল অধিবেশনের পরেই আইডিএল-এর পক্ষে গণ-আন্দোলনের ঝাঁপিয়ে পড়া সম্ভব হবে। বর্তমানে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সমমনা ছোট খাটো দলগুলো ঐক্যজোট গঠনের চেষ্টা চালাচ্ছে। ইতিমধ্যে তারা ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচীও নিয়েছে—জাসদও তাদের সাথে হাত মিলিয়েছে। তথাকথিত চীনপন্থীরাও জোটবদ্ধ হয়েছে এবং বৃহত্তর জোট গঠনের চেষ্টা চালাচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামপ্রিয় মহলে, আইডিএল-কে কেন্দ্র করে ইসলামী জোট হোক বা আইডিএল একাই একটা সর্বপ্লাবী আন্দোলন শুরু করুক, এ দাবী তীব্রতর হচ্ছে। মোটের ওপর জোট করেই হোক বা এককভাবেই হোক, সরকার বিরোধী আসন্ন ত্রিমুখী

www.pathagar.com

আন্দোলনে ইসলামপন্থী ধারার তথা ইসলামী গণ-বিপ্লব ঘটাবার নেতৃত্ব দিতে হবে আইডিএল-কে—এটা আজ আগামী দিনের সূর্যোদয়ের মতই সুনিশ্চিত। আর আইডিএল ইতিমধ্যেই ৩০দফা সংগ্রামী দাবী পেশ-এর মাধ্যমে সে দায়িত্ব পালনের শুভ সূচনা করেছে।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

আইডিএল বনাম নবগঠিত জামায়াতে ইসলামী

কোন দেশে একটিমাত্র দল ইসলামী আন্দোলন করলে লক্ষ্য অর্জন অধিকতর সহজ হয়। কারণ, একই উদ্দেশ্যে যাঁরা আন্দোলন করেন তাঁরা একটি মাত্র দলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করলে আন্দোলন যতটা শক্তিশালী হতে পারে এবং আন্দোলন সম্পর্কে জনচিত্তে যতটা আগ্রহের সৃষ্টি হতে পারে, একাধিক দলে বিভক্ত হয়ে কাজ করলে ততটা আশা করা যায় না। এ কারণেই অতীতে এ দেশের তওহীদী জনগণের পক্ষ থেকে ইসলামপন্থীদের একটিমাত্র দলে সমবেত হবার দাবী উঠেছে। কিন্তু রসূল (সঃ)-এর অবর্তমানে একটি মাত্র দল হওয়া বাধ্যতামূলক নয়—বরং সম্ভবও নয়। তাই মূল আদর্শ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ঐক্য সত্ত্বেও সংগঠনের কাঠামো, বাস্তব কর্মসূচী, কর্মপদ্ধতি ও কৌশলগত বিষয়ে মতভেদের কারণে একাধিক ইসলামী সংগঠন হওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে মোটেই অবৈধ নয়, বরং এর পুরোপুরি অনুমতি রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক যে, লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও আদর্শ যেখানে এক সেখানে মতপার্থক্য কিছুতেই বিরোধে পরিণত হবেনা। একারণেই দেশের কয়েকটি ইসলামপন্থী সাবেক দল মিলে আইডিএল গঠিত হওয়ায় দেশের তওহীদী জনগণ যথেষ্ট আশান্বিত হয়ে উঠেছিল। অতঃপর জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ গঠিত হলে অনেকে অনৈক্যের আশঙ্কা করলেও সমঝোতা ফর্মুলার ভিত্তিতে দু'টি দল মিলে মিশে কাজ করতে থাকায় ইসলামপন্থী জনগণ আশ্বস্ত হয়েছিল। কিন্তু হঠাত এ সমঝোতা ভেঙ্গে যাওয়ায় দেশের তওহীদী জনগণ স্বভাবতঃই চরমভাবে মর্মাহত হয়েছে। ইসলামপন্থীরা আবার একটি প্লাটফরমে ঐক্যবদ্ধ হোক—নিদেন পক্ষে এ দু'টি দলের মধ্যে বিরোধ দূর হয়ে সমঝোতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোক, এটাই সকলের কামনা। কিন্তু এই সমঝোতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে কেবলমাত্র সমঝোতা ভঙ্গের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করে তা দূর করার মাধ্যমে।

www.pathagar.com

দায়ী কে ?

গত সেপ্টেম্বরের ('৭৯) মাঝামাঝি সময়ে "জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদের বক্তব্য" হিসেবে প্রকাশিত "জামায়াতে ইসলামী ও আইডিএল" নামক পুস্তিকার শুরুতে বলা হয়েছেঃ "১৯৭৯ সালের ৮ ও ৯ই সেপ্টেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আইডিএল-এর কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে জামায়াতে ইসলামী ও আইডিএল-এর সম্পর্ক এক নতুন রূপ লাভ করেছে।" এভাবে সমঝোতা বিনষ্ট করার জন্যে আইডিএল-কে সুস্পষ্টভাবে দোষারোপ করা হয়েছে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হল এই যে, ১৭—২০শে আগস্টের জামায়াতের মজলিসে শূ'রার অধিবেশনে ৬জন এমপি নিয়ে আইডিএল একটি নাম-সর্বস্ব দল হিসেবে থাকবে এবং এর সাংগঠনিক তৎপরতা কোন পর্যায়েই থাকবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে (উক্ত পুস্তিকা—পৃষ্ঠা ১৪) জামায়াতই সমঝোতা ভেঙ্গে দিয়েছে। তাই ৮ ও ৯ই সেপ্টেম্বরের অধিবেশনের কোন সিদ্ধান্তের জন্য আইডিএল-এর ঘাড়ে সমঝোতা নষ্ট করার কোন দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়ার কোন সুযোগ নেই। এমনকি আইডিএল-এর গঠনতন্ত্র, নেতৃবৃন্দ, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি ও কাউন্সিলের প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন করে সম্পূর্ণ নিয়মতন্ত্র বহির্ভূত পন্থায় জামায়াতের শূ'রা যে সিদ্ধান্ত নিল—যার এখতিয়ার জামায়াতের গঠনতন্ত্রেরও বহির্ভূত বটে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আইডিএল নেতৃবৃন্দ যদি সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে অথবা নিদেন পক্ষে কার্যনির্বাহক কমিটির বৈঠকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন করে প্রস্তাব গ্রহণ করতেন তাহলে তা নৈতিক দৃষ্টিতে আদৌ অন্যায় হত না। কিন্তু আইডিএল তা করেনি—জামায়াতের পক্ষ থেকে সমঝোতা কার্যতঃ ভঙ্গ করা সত্ত্বেও আইডিএল এ ব্যাপারে কোন ধরণেরই প্রস্তাব গ্রহণ করেনি, শুধু কয়েকজন বক্তা জামায়াতের এ ধরণের সিদ্ধান্তে মর্মাহত হয়ে অধিবেশনে দুঃখ প্রকাশ করেছেন মাত্র।

উক্ত পুস্তিকায় (পৃষ্ঠা—১) অভিযোগ করা হয়েছে "গত ৮ ও ৯ই সেপ্টেম্বর থেকে আইডিএল-এর বর্তমান চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী জেনারেল জামায়াতে ইসলামীর সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করে পৃথকভাবে আইডিএল-কে জামা-

www.pathagar.com

য়াত থেকে বিচ্ছিন্ন একটি রাজনৈতিক দলে পরিণত করেছেন।" কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আইডিএল-এর পক্ষ থেকে জামায়াতের নিয়মতন্ত্র বহির্ভূত সিদ্ধান্ত মেনে চলা তথা আইডিএল-এর তৎপরতা বন্ধ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাই স্বাভাবিক নিয়মেই আইডিএল কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির অধিবেশন দেশব্যাপী আইডিএল-এর শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয় যা আইডিএল-এর প্রতিটি সদস্যের নৈতিক দায়িত্ব এবং যেজন্য আইডিএল-এর সদস্য হবার সময় তাঁরা আল্লাহর নামে শপথ নিয়েছেন। জামায়াত কি চায় যে, আইডিএল-এর নেতা-কর্মী-সদস্যগণ আল্লাহর নামে কৃত শপথ ভঙ্গ করে জামায়াতের গৃহীত নিয়মতন্ত্র বহির্ভূত সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন? তা'ছাড়া জামায়াতের কাজে বাধা সৃষ্টি বা হস্তক্ষেপ মূলক কোন সিদ্ধান্তও আইডিএল গ্রহণ করেনি। এক্ষেত্রে আইডিএল চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী জেনারেলের প্রতি দোষারোপ করার কারণ কি বা দোষারোপ করার মত কি তাঁরা করেছেন?

অভিভাবকত্বের দাবী

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর কর্মপরিষদ উক্ত পুস্তিকায় (পৃষ্ঠা—১) আইডিএল-কে তাঁদের একটি 'রাজনৈতিক প্লাটফর্ম' তাঁদের 'নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত' এবং তাঁদের দলের 'নেতা-কর্মীদের নেতৃত্বাধীন সংগঠন' বলে দাবী করেছেন। এর পূর্বে জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শু'রার ১৭ থেকে ২০শে আগষ্টের অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তে একইভাবে আইডিএল-এর অভিভাবকত্ব দাবী করা হয়েছে। (ঐ ঃ পৃষ্ঠা—১২) শুধু তা-ই নয়, আইডিএল-এর ছয় জন এমপিকে পর্যন্ত তাঁরা জামায়াতের এমপি বলে দাবী করেছেন। (ঐ ঃ পৃষ্ঠা—১৪) তাঁরা তাঁদের দল ত্যাগ করাকে ইসলাম ত্যাগের সমতুল্য বলে যে ফতোয়া দিয়েছেন (ঐ ঃ পৃষ্ঠা—১৪) এই যুক্তিতেই তাঁরা (আইডিএল ত্যাগ করে তাঁদের দলে শামিল না হলে প্রকারান্তরে এটাকে তাঁদের দল ত্যাগ করা ধরে নিয়ে)

www.pathagar.com

আইডিএল-এর সকল নেতা-কর্মী ও সদস্যকে সে ফতোয়ার আওতায় এনেছেন। অথচ জামায়াতে ইসলামী ছাড়াও আরো কয়েকটি সাবেক দলের নেতা-কর্মীগণ মিলে আইডিএল গঠন করেছেন—জামায়াতের রাজনৈতিক প্লাটফর্ম হিসেবে আইডিএল গঠিত হয়নি। বস্তুতঃ অ-জামায়াতীরা জামায়াতের সাথে মিলে জামায়াতের রাজনৈতিক প্লাটফর্ম গড়ে তুলবে, এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব ব্যাপার।

উক্ত পুস্তিকায় (পৃষ্ঠা—১) দাবী করা হয়েছে যে, "আইনগত কারণে জামায়াতে ইসলামীর নামে কোন রাজনৈতিক দল ছিল না বলে জামায়াতের "লোকেরাই" আইডিএল-এর নামে কাজ করত।" কেবল জামায়াতের লোকেরাই যে আইডিএল গঠন করেনি, এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। কিন্তু আইনগত কারণের যে যুক্তি দেখানো হয়েছে তা-ও গ্রহণীয় নয়। কারণ, ১৯৭৬ সালে জামায়াতের নামে দল গঠনের জন্য পিপিআর অনুযায়ী কাগজপত্র দাখিল করে অনুমতি আদায়ের কোন চেষ্টাই করা হয়নি—জামায়াত স্বয়ং আইডিএল-এ আত্মবিলুপ্তির সিদ্ধান্ত নেয়ার কারণেই জামায়াতের নামে দল গঠনের চেষ্টা চলেনি। অতএব, আইডিএল-কে জামায়াতের রাজনৈতিক প্লাটফর্ম বা জামায়াতকে আইডিএল-এর অভিভাবক হিসেবে দাবী করার আদৌ কোন ভিত্তি নেই। খোদ জামায়াতের বক্তব্য থেকেও তাঁদের বক্তব্যের ভিত্তিহীনতা প্রমাণিত হয়। উক্ত পুস্তিকায় (পৃষ্ঠা—৯) সুস্পষ্ট বলা হয়েছে," "গোটা দেশের ৭০/৮০ জন জামায়াতপন্থী লোককে ঢাকায় সমবেত করা হয়। সে সময়েই মুসলিম লীগের মত জামায়াতে ইসলামীকেও বহাল করার সিদ্ধান্ত নেয়া যেতো। কিন্তু দেশের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে ইসলামপ্রিয় সব দলের লোকদের সমন্বয়ে নতুন নামে ব্যাপক ভিত্তিক একটি মাত্র ইসলামী দল গঠন করারই সিদ্ধান্ত হয়। মুসলিম লীগ ছাড়া বাকী সব ইসলামী দলই আইডিএল নামে একটি রাজনৈতিক দলে শামিল হন।"

অথচ এই অভিভাবকত্বের দাবী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জামায়াতের শূরার সিদ্ধান্তে দাবী করা হয়, "জামায়াতে ইসলামী একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রকাশ্য ময়দানে কাজ করার "সুযোগ" পেলে আইডিএল-এর

www.pathagar.com

কোন অস্তিত্ব জামায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় হত না। জামায়াতের "সিদ্ধান্তও এটা ছিল" যে, জামায়াতের নামে কাজ করার সুযোগ পেলে আইডিএল ত্যাগ করে জামায়াতের সবাই নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে চলে আসবে।" (ঐঃ পৃষ্ঠা—১২) প্রকৃতপক্ষে এ দাবীটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এ দাবীর সপক্ষে তারা কোন প্রমাণ পেশ করতে পারেননি এবং পারবেনও না।

জামায়াতের নামে কাজ না করার সিদ্ধান্ত নেয়ার কারণে এ নামে কাজের "সুযোগ" পাওয়ার চেষ্টাই করা হয়নি—এটা খোদ জামায়াতের বক্তব্য থেকে পূর্বেই প্রমাণ করা হয়েছে। (ঐঃ পৃষ্ঠা—৯) তাছাড়া যেখানে আর পাঁচটি দলের সাথে মিলে একটি মাত্র দল করা হচ্ছে অতীতের পরিচিতি ভুলে গিয়ে একত্রে কাজ করার ওয়াদায়," সেক্ষেত্রে অন্যান্যদের না জানিয়ে "এখন আইডিএল করব, পরে আবার বেরিয়ে আসব"-এ ধরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হলে তা হত সুস্পষ্ট মোনাফেকী। সাবেক পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর মত একটি আদর্শবাদী দলের কনভেনশন আর পাঁচটা ইসলামী দলকে ধাপ্পা দেয়ার জন্য মোনাফেকীর আশ্রয় নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, এটা ভাবাও যায় না। তাছাড়া এরূপ সিদ্ধান্ত নিয়ে তা অন্যদের জানালে একদল গঠন আদৌ সম্ভব হত কি? আর তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নিতে হয় যে, মোনাফেকীর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল, সেক্ষেত্রেও তা মেনে চলাই ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ, বরং তা অমান্য করাই কর্তব্য। কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, সাবেক পূর্ব পাকিস্তান জায়াতের কনভেনশনে সুস্পষ্টভাবেই আইডিএল-এ জামাতের আত্মবিলুপ্তির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল।

এই কল্পিত অভিভাবকত্বের ভিত্তিহীন দাবীর ভিত্তিতেই "জামায়াতে ইসলামী ও আইডিএল" পুস্তিকায় (পৃষ্ঠা—১১) দাবী করা হয়েছে যে, উক্ত দলের মার্চ মাসের পরামর্শ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৬জন এমপি, সেক্রেটারী জেনারেল মওলানা আবদুস সুবহান ও তাঁদের দেয়া প্রতি জেলায় একজন (মোট ২৪টি সাংগঠনিক জেলা) লোক (অর্থাৎ সাকুল্যে মাত্র ৩১ ব্যক্তি) আইডিএল করবেন, আর বাকী সবাইকেই জামায়াত করতে হবে। যদিও মে মাসের কনভেনশনে আহ্বায়ক কমিটিকে শু'রার কাজ চালিয়ে

www.pathagar.com

যাবার অনুমতি দেয়া হয় বিধায় মার্চে শূ'রা থাকতে পারে না, তথাপি এ ধরনের সিদ্ধান্ত যদি সত্যিই তাঁরা নিয়ে থাকেন তাহলে তা অনধিকার চর্চা ছাড়া কিছুই নয়। কারণ একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সংগঠন সম্পর্কে এ ধরনের সিদ্ধান্ত অন্য কোন সংগঠন নিতে পারেনা। অবশ্য ঘরে বসে তাঁরা কি সিদ্ধান্ত নিলেন তাতে আ,ইডিএল-এর কিছুই আসে যায় না। প্রকৃত পক্ষে এ ধরনের দাবীর পিছনে আদৌ সত্যতা নেই। তা নাহলে আইডিএল-এর সফল কাউন্সিল অধিবেশনের পরও তাঁরা কিছুই বললেন না যাতে সাত শতাধিক কাউন্সিলার হাজির হয়ে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি গঠন করলেন। অথচ এতদিন পরে হঠাত করে তাঁরা আইডিএল-এর অভিভাবকত্ব ও নিয়ন্ত্রণের কল্পিত ইতিহাস এবং ৩১ ব্যক্তির মধ্যে আইডিএলকে সীমিত করার কল্পিত সিদ্ধান্ত আবিস্কার করলেন।

এই জামায়াত কোন জামায়াত ?

"জামায়াতে ইসলামী ও আইডিএল" পুস্তিকায় এরূপ ধারনা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এবং কার্যত ময়দানেও অনেক ক্ষেত্রে দাবী করা হচ্ছে যে, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নামে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীকেই পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে এবং সাবেক জামায়াতের উত্তরাধিকার আইডিএল নয়, বর্তমান জামায়াত। তাই নামের মিলের কারণে যে কারো পক্ষেই মনে করা স্বাভাবিক যে, সাবেক 'পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী'ই বুঝি 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ' নামে ময়দান এসেছে।

কিন্তু স্বাভাবিকভাবে এরূপ মনে হলেও বাস্তব ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্নতর। কারণ, দল পুনরুজ্জীবনের পদ্ধতিতে বর্তমান জামায়াত গঠিত হয়নি। দল পুনরুজ্জীবন করা হলে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী বে-আইনী ঘোষিত হবার সময় যিনি যেই দায়িত্বে ছিলেন তাঁকে সেই দায়িত্বে রেখেই "সাবেক পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীকে 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ' নামে পুনরুজ্জীবনের" ঘোষণা দেয়া হত; পরে শূন্যপদ পূরণ বা কিছু পদে রদবদল অথবা নতুন করে নির্বাচন হত। কিন্তু তার বিপরীতে

"আহ্বায়ক" কর্তৃক জামায়াত "গঠনের" সিদ্ধান্ত ঘোষণা, "আহবায়ক কমিটি গঠন" "কনভেনশন" আহবান এবং নতুন করে শপথ গ্রহণ—অর্থাত পুরোপুরি নতুন দল গঠনের প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়েছে।

তাছাড়া 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'-এর আহ্বায়ক (বর্তমানে অস্থায়ী আমীর) জনাব আব্বাস আলী খান গত ২৫শে মে দলের প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে যে উদ্বোধনী ভাষণ দেন তা থেকেও এটা সুস্পষ্ট যে, এই দলটি একটি সম্পূর্ণ নতুন দল—কোন ঐতিহ্যবাহী দল নয়, এটাও লক্ষ্যণীয় যে, সম্মেলনটিকে তাঁরা 'প্রতিষ্ঠা সম্মেলন' বলেছেন, "পুনরুজ্জীবন সম্মেলন" নয়।

জনাব আব্বাস আলী খানের ভাষণে কোথাও একথা উল্লেখ নেই যে, তাঁর এই দলটি একটি ঐতিহ্যবাহী দল—সাবেক 'পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী'-কে 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নামে' পুনর্জাগরিত করার কথা তিনি বলেননি, বরং একটি (নতুন) দল গঠনের কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন, "কালেমা তাইয়েবার প্রতি আমাদের ঈমান আকিদাহ আজ আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে—এ কালেমাকে বুলন্দ করার জন্য জামায়াতে ইসলামী নামে একটি দল "গঠন" করতে।" [পুনর্গঠন revival of Jamaat-E-Islami নয়] (উদ্বোধনী ভাষণ ঃ আব্বাস আলী খান। পৃষ্ঠা—৮)

জনাব খান তাঁর বক্তৃতায় তাঁর দল কি করবে—কেমন লোক গ্রহণ করা হবে, ইত্যাদি অনেক কিছু উল্লেখ করলেও অতীতে কোন কিছু করেছে বলে তিনি দাবী করেননি—অবশ্য সঙ্গত কারণেই। এমন কি, নামের ব্যাপারেও তিনি এরূপ যুক্তি দেখাননি যে, অতীতে তাঁরা এই নামে আন্দোলন করেছেন বলেই এখন 'জামায়াতে ইসলামী নামে দল 'পুনর্জাগরিত করেছেন। বরং নামটি প্রস্তাবের ভঙ্গীতে পেশ করে দলের প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি নামটি গ্রহণের সুপারিশ জানিয়ে তিনি বলেছেন, "যখন এ দলের আকিদাহ বিশ্বাস, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য দলীয় সংগঠন ও কর্মপদ্ধতি অবিকল (তাঁদের দাবী মতে) এমন যা ছিল "হরহামেশা ইসলামের" (জামায়াতের বলে দাবী করা হয়নি) তখন এ দলের নাম জামায়াতে ইসলামী তথা ইসলামী দল হওয়াই স্বাভাবিক।" (ঐ ঃ পৃষ্ঠা— ৪

www.pathagar.com

এমনকি দলের পটভূমি হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, স্বাধীনতার পর ইসলামের প্রতি আঘাত শুরু হলে তা থেকে আত্মরক্ষার জন্য দেশের তওহীদী জনতার মধ্যে দুর্বার ইসলামী চেতনাবোধ ও ইসলামী নবজাগরণ সৃষ্টি, পরে সিপাহী জনতার বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে পরিবর্তন, সবশেষে বিশ্বব্যাপী ইসলামী পুনর্জাগরণ ও ইসলামী জীবন চাহিদা (ঐঃ পৃষ্ঠা—৫, ৬ ও ৮) তাঁদের এ দল "গঠনে" উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু কোথাও তিনি সাবেক পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলনের উত্তরাধিকার বা স্বাধীনতা পরবর্তী কোন কালে সংগঠনের প্রকাশ্য বা গোপন আন্দোলন অথবা আইডিএল-এর আন্দোলনের অভিভাবকত্ব বা উত্তরাধিকারিত্ব দাবী করেননি। অবশ্য সঙ্গত কারণেই তিনি দাবী করেননি। কারণ তাঁরা এটা ভাল করেই জানতেন এবং এখনো জানেন যে, তাঁদের দল একটা ইতিহাস-ঐতিহ্যবিহীন পুরোপুরি নতুন দল।

কিন্তু '৭৯-র মার্চে ঘোষিত ও মে মাসে গঠিত এই দলটির নেতৃবৃন্দ হঠাৎ করেই আবিষ্কার করে ফেললেন যে, তাঁদের দলের জন্মের পৌনে তিন বছর আগে জন্ম নেয়া একটি দলকে তাঁদের দল নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করত এবং তাঁদের "দলের প্রয়োজনেই" সে দলের জন্ম হয়েছে। (জামায়াতে ইসলামী ও আইডিএল ঃ পৃষ্ঠা—১৩)। এর পেছনে আইডিএল-এর অন্তর্ভুক্ত সাবেক পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর কর্মী-সমর্থকদের বিভ্রান্ত করে তাঁদের দলে নেয়া ছাড়া আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

শপথ ভঙ্গের অভিযোগ

আইডিএল ও জামায়াতে ইসলাম বাংলাদেশ-এর মধ্যে যেসব বিষয় দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জামায়াতের পক্ষ থেকে আইডিএল নেতাদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন ব্যক্তিগত আক্রমণ—বিশেষ করে শপথ ভঙ্গের অভিযোগ যা ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের জন্য নিঃসন্দেহে গুরুতর ব্যাপার।

www.pathagar.com

"জামায়াতে ইসলামী ও আইডিএল" পুস্তিকায় অভিযোগ করা হয়েছে যে, আইডিএল চেয়ারম্যান মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম এই জামায়াতের ও শু'রার সদস্য ও রোকন হিসেবে "শপথ" নেয়ার পর "জামায়াত ত্যাগ" করেছেন। (পৃষ্ঠা—২) জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর কর্মপরিষদ কি করে এরূপ ভিত্তিহীন দাবী করতে পারলেন, তা ভাবতেও অবাক লাগে। কারণ ১৯৭৯-র মে মাসের কনভেনশনে বর্তমান জামায়াতের রোকনদের শপথ নেয়া হয়। কিন্তু মওলানা এ জামায়াতের রোকন বা শু'রা সদস্য কোনটারই শপথ নেননি। বস্তুতঃ একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য ও নেতা হিসেবে আরেকটি রাজনৈতিক দলের সদস্য ও পরামর্শ সভার সদস্য হওয়া বা তার শপথ গ্রহণের প্রশ্নই ওঠে না. অতএব, জামায়াত ত্যাগেরও প্রশ্ন ওঠে না। কারণ, '৭৬-এর আগস্ট থেকে মওলানা আইডিএল-এর কাজ করছেন—তিনি শুরু থেকেই আইডিএল-এর নেতা। বরং নবগঠিত জামায়াতের নেতা-কর্মীরাই আল্লাহ্‌র নামে শপথ নিয়ে একটি ইসলামী জামায়াতে (আইডি-এল-এ) শামিল হয়ে অতঃপর সে শপথ ভঙ্গ করে নতুন একটি জামায়াত গঠন করেছেন। তবে তাঁরা যদি বর্তমান জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর জন্মের আগে কে কতবার জামায়াতে ইসলামীর রোকন, শু'রা সদস্য বা আমীরের শপথ নিয়েছিলেন, তার ভিত্তিতে আইডিএল করাকে শপথ ভঙ্গ বলে দাবী করতে চান, তা হবে নিতান্তই হাস্যকর ব্যাপার। কারণ, সবেক পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিগণ—যাঁদের প্রায় সবাই-ই রোকন ছিলেন—একত্রিত হয়ে জামায়াতের নাম বর্জন করে একই লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও নীতি-আদর্শে অন্যান্য ইসলামপন্থী দলের সাথে মিলে আইডিএল গঠন করেছেন। অতঃপর আইডিএল করে শপথ ভঙ্গ নয়, বরং খোদ সাবেক জামায়াতের শপথের মর্যাদা রক্ষা করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বর্তমান জামায়াত গঠনের পূর্বে কৃত কোন শপথকে এই জামায়াতের নেতারাও তাঁদের জামায়াতের শপথ বলে মনে করেন না। কারণ, এই জামায়াত সেই জামায়াত (সাবেক পূর্ব পাকিস্তান জামায়াত) নয়, বরং সম্পূর্ণ একটি

www.pathagar.com

ভিন্নতর নতুন জামায়াত যা "জামায়াতে ইসলামী''র মত একটি সুন্দর নাম অব্যবহৃত পেয়ে গ্রহণ করেছেন। এই কারণেই মে মাসের কনভেনশনে এই জামায়াতের রোকনদের শপথ নেয়া হয়েছে। এভাবে তাঁরা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, ইতিপূর্বে জামায়াতে ইসলামীর রোকন বা শূ'রা সদস্য বা আমীর হিসেবে যে যত বারই শপথ নিয়ে থাকুন না কেন, তার সাথে বর্তমান জামায়াতের কোন সম্পর্ক নেই। শুধু তা-ই নয়, নতুন জামায়াত হিসেবে উনাশির মে মাসের আগে এ জামায়াতের কোন শূ'রাও স্বাভাবিকভাবেই ছিল না—থাকার প্রশ্নই ওঠেনা। তাই কনভেনশনে আহ্বায়ক কমিটিকে "শূ'রা হিসেবে কাজ চালাবার দায়িত্ব দেয়া হয়।'' (জামায়াতে ইসলামী ও আইডিএল ঃ পৃষ্ঠা—১১',

ফতোয়া ও কটাক্ষ

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর মজলিসে শূ'রার ১৭—২০শে আগস্টের অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, "জামায়াতের প্রতিটি রুকনের নিকট জামায়াতে ইসলামী এমন একটি সংগঠন "যার" অন্তর্ভুক্ত থাকা ছাড়া মুসলিম হিসেবে দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। "এ জামায়াত" ত্যাগ করা তাদের নিকট ইসলাম ত্যাগের সমতুল্য।'' (জামায়াতে ইসলামী ও আইডিএল ঃ পৃষ্ঠা—১৩-১৪)। এর পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে, "আইডিএল এ মর্যাদার কোন দল নয়।'' এভাবে যারা তাঁদের জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত নয় 'তাদের পক্ষে মুসলিম হিসেবে দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়—প্রকারান্তরে তারা মুসলিম নয়' বলে ফতোয়া দেয়া হয়েছে। আর তাঁদের ভাষায় আইডিএল এরূপ মর্যাদা বিশিষ্ট কোন দল নয় বিধায় প্রকারান্তরে আইডিএল করলেও মুসলিম থাকা যাবে না বলে রায় দেয়া হয়েছে। অথচ প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মরহুম মওলানা মওদূদী প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামী কখনোই জামায়াতের বাইরের লোকদের এভাবে ইসলাম থেকে খারিজ গণ্য করেনি। অতীতে যেসব দলই এভাবে তাদের দল বহির্ভূতদের 'মুসলিম নয়' বলে গণ্য করেছে, তারাই

www.pathagar.com

তাদের এহেন আকিদার যারা এক একটা ফের্কার জন্ম দিয়েছে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশও কি এরূপ দুঃখজনক পথে অগ্রসর হবে?

অবশ্য "পরে জামায়াতে ইসলামী ও আইডিএল" পুস্তিকার তিনের পাতায় জামায়াতের কর্মপরিষদ ব্যাখ্যা দিয়েছে, "অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, জামায়াত থেকে কেউ বের হয়ে গেলে তাঁকে জামায়াত কাফের মনে করে।" কিন্তু এই ব্যাখ্যা দেয়ার আগেই হাদীসের উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহার করে ফতোয়ার বক্তব্যকে জোরালো করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। বলা হয়েছে, "আল্লাহর নবী (সঃ) বলেছেন যে, তোমাদের জন্য জামায়াত বাধ্যতামূলক এবং যে জামায়াত থেকে বের হয়ে যায়, সে যেন ইসলামের জোয়াল গর্দান থেকে ফেলে দিল। তাই জামায়াতে ইসলামীতে একামতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে শামিল হবার পর "এ জামায়াত" থেকে বের হয়ে যাওয়া ইসলাম ত্যাগ করারই সমতুল্য।" (জামায়াতে ইসলামী ও আইডিএল: (পৃষ্ঠা—৩)

এখানে পবিত্র হাদীসের যে উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহার করা হয়েছে তা থেকে মনে হবে যে, রসুল (সঃ) বুঝি এ জামায়াতকেই ফরজ (বাধ্যতামূলক) করে গেছেন। অথচ রসুল (সঃ) "জামায়াত" বলতে "জামায়াতে ইসলামী" নামের কোন সংগঠন নয়, বরং ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সংসবদ্ধ প্রচেষ্টাকে বুঝিয়েছেন। এ অর্থে ইসলামী আন্দোলনকারী যেকোন ইসলামী সংগঠনই ইসলামী জামায়াত।

অন্যদিকে তাঁরা আইডিএল-এর নেতা-কর্মীদের নৈতিকতার ওপরেও হামলা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁরা তাঁদের প্রবর্তিত ক্যাডার পদ্ধতির কথা এমনভাবে উল্লেখ করেছেন যার ফলে মনে হতে পারে যে, এ পদ্ধতি বুঝি ফরজ-ওয়াজিব, এবং হুবহু এই পদ্ধতি আইডিএল-এ না থাকায় আইডিএল বুঝি ইসলামী আন্দোলন নয়। জামায়াতের কর্মপরিষদের মতে: "ইসলামী আদর্শে ব্যক্তি চরিত্র গঠন, ক্যাডার পদ্ধতিতে সহযোগী, কর্মী ও রুকন বানাবার কোন নিয়ম সেখানে (আইডিএল-এ) ইতিপূর্বে নেয়া হয়নি। তাই জামায়াতের রুকন হবার জন্য যে "নৈতিক মান" প্রয়োজন

www.pathagar.com

তা না থাকলেও আইডিএল-এ "নেতৃস্থানীয় পদ" পাওয়া সম্ভব।" (জামায়াতে ইসলামী ও আইডিএল : পৃষ্ঠা—৪।) এভাবে মূলতঃ আইডিএল-এর নেতা-কর্মীদের ওপর তাঁদের নৈতিক মান সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে হামলা চালানো হয়েছে। আমরা জানিনা, দেশের জামায়াত বহির্ভূত সমস্ত মুসলমানদের সম্পর্কেই তাদের এ ধারনা কিনা, তবে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীগণ সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই আইডিএল-এ এসেছেন এবং বাংলাদেশের উপযোগী করে বৃহত্তর ইসলামপন্থী জনগণের প্লাটফর্ম আইডিএল-এর জন্য নতুনভাবে কর্মসূচী রচনা করেছেন। আর এ কর্মসূচীতে ক্যাডার গঠনের সাবেক পদ্ধতি এবং পরিভাষা বাদ পড়লেও কার্যতঃ ক্যাডার গড়ে তোলা হচ্ছে অবশ্যই। তবে ক্যাডার সম্পর্কে আইডিএল-এর দৃষ্টিভঙ্গী পশ্চাদমুখী ও প্রতিক্রিয়াশীল ধরনের নয়, পুরোপুরি বিজ্ঞানভিত্তিক। অধিকন্তু সাবেক জামায়াতের ক্যাডার পদ্ধতির যেসব ত্রুটি খোদ সাবেক জামায়াতের নেতা-কর্মীদের চোখেই প্রকটভাবে ধরা পড়েছে তা দূরীভূত করে আইডিএল এদেশের ইসলামী আন্দোলনকে স্থবিরতা থেকে মুক্ত করে গতিশীল ও প্রাণবন্ত করেছে।

আরো বিভ্রান্তি

শুধু মাত্র মজলিসে শূরায় অনধিকার চর্চা সুলভ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বিভ্রান্তিকর পুস্তিকা প্রকাশ করেই তাঁরা থেমে থাকেননি। প্রায় সর্বত্র তাঁরা "আইডিএল-কে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, এখন থেকে সবাইকে জামায়াত করতে হবে" বলে ব্যাপক প্রচার করেছেন এবং আইডিএল নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে মনগড়া ও ভিত্তিহীন কুৎসা ছড়িয়েছেন এমনকি, দেশের বাইরেও উক্ত পুস্তিকা বিলি করেছেন। অনেক জায়গায়ই তাঁরা আইডিএল-এর কাজে বাধা সৃষ্টি করেছেন—কোথাও কোথাও জোর করে অফিস দখল এবং সাইনবোর্ড নামিয়ে নেয়ার ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু সর্বত্র আইডিএল-এর নেতা-কর্মীগণ অশেষ ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন।

www.pathagar.com

এরপর দেশের বাইরেও বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর অস্থায়ী আমীর জনাব আব্বাস আলী খান লাহোরের সাপ্তাহিক "জিন্দিগী"-কে প্রদত্ত এক সাক্ষাতকারে আইডিএল-এর অভিভাবকত্বের দাবী ত করেছেনই, অধিকন্তু ৬জন এমপি ছাড়া আইডিএল-এর সবাই জামায়াতে চলে এসেছেন বলে দাবী করেছেন। অন্যদিকে জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব শামসুর রহমানের পক্ষ থেকে ইস্যুকৃত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির বরাত দিয়ে লণ্ডনের "ইম্প্যাক্ট ইণ্টারন্যাশনাল"-এ খবর ছাপা হয়েছে যে, আইডিএল চেয়ারম্যান মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম এবং সেক্রেটারী জেনারেল মওলানা মুহাম্মাদ আবদুস সুবহানকে জামায়াত থেকে বহিস্কার (!) করা হয়েছে।

বিবেকের প্রতি আবেদন

আমাদের এ আলোচনা বিদ্বেষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নয়, বরং কেবলমাত্র সত্য উদঘাটনের জন্যই করা হয়েছে। এ অপ্রিয় সত্য নবগঠিত জামায়াত আমাদের প্রকাশ করতে বাধ্য করেছে। আইডিএল সম্পর্কে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয়েছে, তার নিরসন কল্পে উপরোক্ত কথাগুলো যেমন আমরা দেশের সর্বস্তরের জনগণ—বিশেষভাবে সুধীজনদের নিকট পেশ করছি, তেমনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর নেতা-কর্মী এবং সংশ্লিষ্ট অন্য সকলের প্রতিও নিরপেক্ষ মনে বিবেচনার আহ্বান জানাচ্ছি।

এ প্রসঙ্গে আমরা আরো বলতে চাই যে, আইডিএল-এর বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি এবং ফতোয়াবাজী করা হলেও আইডিএল-এর পক্ষ থেকে জামায়াতের বিরুদ্ধে তা করা হয়নি এবং কোন দিন হবেও না। তাদেরকে ইসলাম থেকে খারিজ করার বা তাঁদের দল বন্ধ ঘোষণার কোন নিয়তও আইডিএল-এর নেই। কারণ, ইসলামের মনোপলি দাবী করা ইসলাম সম্মত নয়; তাই এটা আইডিএল-এরও নীতি নয়। জামায়াতের নেতা-কর্মীরা যদি অতীতের সব কিছু ভুলে গিয়ে সত্যিকার অর্থে ইসলামী আন্দোলন করতে চান,

www.pathagar.com

তাহলে আইডিএল-এর তাতে নাখোশ হবার কোন কারণ নেই, বরং পারস্পরিক সহযোগিতা সহকারেই দু'টি দল একই উদ্দেশ্যে কাজ করে যেতে পারে। এখন তাঁরা সত্যিকার অর্থেই ইসলামী আন্দোলন করবেন কিনা এবং করলেও পারস্পরিক সহযোগিতা চান কিনা সে ব্যাপারে তাঁদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

——সমাপ্ত——

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com